লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৩ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮১ বর্ষ | ৪র্থ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ ভাদ্র, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ | ১৯ জিলহজ্ব, ১৪৩৯ হিজরি | ৩১ যহুর, ১৩৯৭ হি. শা. | ৩১ আগষ্ট, ২০১৮ ঈসাব্দ

আলোকচিত্র: ৩ আগষ্ট থেকে ৫ আগষ্ট যুক্তরাজ্যের ৫২তম সালানা জলসা ২০১৮-এর কয়েকটি দৃশ্য

কানাডা ও বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মহোদয়গণ

আন্তর্জাতিক বয়আত গ্রহণের একটি দৃশ্য

যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট সদস্য স্যার ড্যাভি পাকিস্তানের হবু প্রধানমন্ত্রী মি. ইমরান খান'কে– "পাকিস্তানে ধর্মীয় বৈষম্য ও সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমনের অবসান ঘটানোকে চ্যালেঞ্জরূপে গ্রহণ করুন"

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রদত্ত "শান্তি নীতি"-র মডেল স্বহস্তে ধারণ করে দর্শনার্থীদের মেলে দেখাচ্ছেন 'কিংস্টন ও সারবিটন'এর সাংসদ ব্রিটিশ এম.পি স্যার এড. ডেভি

১০ আগস্ট ২০১৮: একজন ব্রিটিশ এমপি স্যার এড. ডেভি পাকিস্তানের হবু প্রধানমন্ত্রী– ইমরান খানের প্রতি তাঁর নিজ দেশ থেকে ধর্মীয় বৈষম্য ও সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমনের অবসান ঘটানোকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

গত সপ্তাহান্তে হ্যাম্পশায়ারের ওকল্যাণ্ডস ফার্ম, আল্টনে অনুষ্ঠিত ১০০ টিরও বেশি দেশ থেকে ৩৫ হাজার আহমদী মুসলমানদের এক সমাবেশে (সালানা জলসায়) ভাষণ দেওয়ার সময় 'কিংস্টন এবং সারবিটন'এর সাংসদ লিবারেল ডেমোক্র্যাট এমপি স্যার এড. ডেভি উপরোক্ত আহ্বান জানান। ৩৫,০০০ (প্রকৃত সংখ্যা ৩৮০০০) আহমদী মুসলমানদের তিন দিনের এই সমাবেশে এক বক্তৃতায় মি. ইমরান খানকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আপনার ওপর "বিশাল এক দায়িত্ব" বর্তিয়েছে। নিজ দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন ও বৈষম্য কমানো বরং তা শেষ করার সুযোগ এখন আপনার রয়েছে। শুধু আহমদী মুসলমানই নয় বরং খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মে বিশ্বাসী মানুষও আপনার দেশে সুরক্ষা পাবার অধিকার রাখে।

আপনি পাকিস্তানে তালিবানদের বন্ধু হতে পারেন না, বরং আপনি ব্রিটেনে আসুন; একজন উদার মনের মানুষ হউন।

পাকিস্তানি সংবিধান, আহমদীদের– নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছে, নিজেদের ইবাদত গৃহ মসজিদকে 'মসজিদ' বলা হলে তাদের জন্য রাখা হয়েছে শাস্তির বিধান। আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কমিশন (USCIRF) পাকিস্তান সরকারকে সেদেশে "ধর্মীয় স্বাধীনতার গুরুতর লঙ্ঘন" অপমানজনক আইনটিকে "নিয়মানুগ, চলমান, আর কঠোর প্রায়োগিকরূপ দেয়ার জন্য তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্ত করেছে"।

তথাপি মি. ইমরান খান ব্ল্যাসফেমি আইনের ধারা সমর্থন করে যথারীতি তা সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার পুণর্ব্যক্ত করেছেন। (২৫ জুলাই)

অনুষ্ঠিত এই জলসা সালানার প্রদর্শনীতে ৯ টি "শান্তি নীতি" আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছিল।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বিশাল এই সমাবেশে বলেন: "বৈশ্বিক দুর্যোগের জন্য কেবলই মুসলমানদেরকে দোষারোপ করার পরিবর্তে, বিশ্বের প্রধান শক্তিগুলোকেও একটি পদক্ষেপ নেয়ার জন্য নিজেদের দিকে নজর দিতে হবে। এখন উন্নত বিশ্বের সস্তা জনপ্রিয়তা আকাঙ্খী রাজনীতিবিদদের, মুসলমানদেরকে তাদের দেশে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিবর্তে, বরং এমন বিশ্ব-নেতাদের প্রয়োজন, যারা আমাদেরকে বিভক্তির পার্থক্য ঘুচিয়ে দিতে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবেন।"

(তথ্যসূত্র: চার্চ টাইমস)

সম্পাদকীয়

ঈদ উদ্‌যাপন– সুখী হবার মর্মার্থ অন্যদেরকে সুখী হতে দেখতে পারাতেই প্রকৃত সুখ

স্বল্প কিছুদিন হোল আমরা ঈদউল আযহা উদ্‌যাপন করেছি। সর্বদাই 'ঈদ'-এর সাথে 'উদ্‌যাপন' কথাটি সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন অভিধানে 'উদ্‌যাপন' কথাটির নিজস্ব সংজ্ঞা থাকতে পারে। তবে সব ক্ষেত্রেই এর অর্থ, বিশেষ এক পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

'ইসলামী' দেশগুলোর 'মুসলিম চ্যানেল'-এর দাবীদারদের অধিকাংশ চ্যানেল থেকে প্রচারিত বার্তায় ঈদ উদ্‌যাপনের আসল যে ধারণা, সেটিকে বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে যে কেউ একে আখ্যায়িত করতেই পারে। কারো কাছে ঈদ উদ্‌যাপনের আসল বিষয় একেবারেই ভিন্ন– ফ্যাশনের পোশাকের এক প্রদর্শনী, যেখানে অনেকের কাছে দামী পোশাক পুরস্কার হিসেবে সমাদৃত হয়ে থাকে; খাবারের প্রতিযোগিতায় কেউবা দ্রুততার সাথে বেশী খাবার সাবাড় করে খাদকের কারিশ্‌মা প্রদর্শন করে থাকে; এমন কিছু সমাবেশও রয়েছে, যেখানে উপস্থিত সবাই চড়া বাজনার তালে জনপ্রিয় সব গান পরিবেশনে বিমোহিত হয়, আবার কেনা-কাটার উত্তেজনাকর এমন পরিবেশও কোন মানুষকে কখনো এমন অধিক মূল্যে পণ্যক্রয়ে প্রবৃত্ত করে, যা দ্বারা তার সামাজিক মর্যাদা নিরূপিত হয়ে থাকে।

এসবের দুঃখজনক পরিণতি হচ্ছে এই যে, ইসলামী শিক্ষার নামে মিডিয়ায় এমন কতক দৃশ্য প্রদর্শন করা হয়, যা এমন সব নাটকের অবতারণা করে, যেখানকার কুশীলবরা কেতা-দুরস্ত পোশাকী 'ধর্মীয় আলেম' পরিদৃষ্ট হয়। ঈদের দিনগুলোকে সামনে রেখে বিজ্ঞাপনী প্রচারগুলো এমন ধাঁচেই প্রস্তুত করা হয়ে থাকে, যেগুলোর লক্ষ্যস্থল হয়ে থাকে সমাজের সাধারণ শ্রেণীর সেসব লোক, যারা বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে প্রদর্শিত পণ্যের ক্রয়-ক্ষমতা রাখে না, অথবা মানুষকে রাজকীয়– ভোজের আমন্ত্রণ জানাতে দামী খাবারের রেস্তোঁরাগুলোয় বুকিং দিয়ে গর্বিত বোধ করার যোগ্যতাও তাদের নেই।

ঈদের এ দিনটি হচ্ছে এমন একটি দিন, যখন স্বল্প-সুবিধাভোগীদেরকে স্মরণ করার বদলে আমন্ত্রণ কেবল তাদেরকেই জানানো হয়, যাদের রয়েছে অঢেল অর্থ আর অপচয় করার মত পর্যাপ্ত সময়।

তথাকথিত এসব 'ইসলামী চ্যানেল' আর 'মুসলিম আলেম' তাদের দর্শকদেরকে সেই সরলতার কথা সচরাচর স্মরণ করায় বলে মনে হয় না, যা অবলম্বন করার বিষয়ে পবিত্র নবী (সা.) এর ওপর নির্দেশ নাযেল হয়েছে যে, এ দিনটি তিনি কিভাবে উদ্‌যাপন করবেন। এ কাজটি এরা এ কারণেই করে না যে, চ্যানেলটির বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সাথে তা মোটেই মানানসই হয় না।

হাদীসের মাধ্যমে এ বিষয়ে আমরা যা জানতে পেরেছি তা হচ্ছে এই যে, সেই পবিত্র সত্তা, যিনি ছিলেন এ বিশ্বজগত সৃষ্টির কারণ, তিনি (সা.) এ দিনটিকে আল্লাহ্‌র ইবাদত আর মানুষকে সুখী করতে নিজ-জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এ দিনটিতে তিনি নিজেও থাকতেন আনন্দিত আর অন্যদেরকেও আনন্দদান করা ছিল তাঁর (সা.) পরমানন্দের কারণ। খাদ্যবস্তুর সামান্যতম এক উপহার, যা তিনি এর উপযুক্ত কোন ব্যক্তি কিংবা পরিবারকে পাঠাতেন, সেটা তার বা তাদের সারা জীবনের এক আনন্দ-সামগ্রী হিসেবেই গৃহীত হোত। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে সমাজে বাস করতেন, তা ছিল এমনই এক সমাজ, যেখানে জীবনের উদ্দেশ্যটিই ছিল কেবল খানাপিনা করা আর আমোদ-ফূর্তিতে মত্ত থাকা। সুতরাং এ দ্বারা এটি বুঝায় না যে, আনন্দিত হবার উপায় কী, সে সম্পর্কে পবিত্র নবী (সা.) অবহিত ছিলেন না। তিনি সেটি ভালভাবেই অবহিত ছিলেন আর সে কারণেই তিনি তার অনুসারীদেরকে জগতমুখী সেসব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতেন।

আমরা কতই না সৌভাগ্যশালী যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর ওপর আমরা ঈমান এনেছি, যার একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল আখেরী জামানার মানুষদেরকে সেসব মানুষের মত জীবন-যাপনে আহ্বান করা, যারা ইসলামের প্রাথমিক যুগে জীবন যাপন করে গেছেন। কেবল এটিই হচ্ছে পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী– **'ওয়া আখারিনা মিন হুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহীম'**– অর্থাৎ আর সেসব লোকের মধ্য থেকেও, যারা এখনো তাদের সাথে যুক্ত হয়নি, **যার সারকথা হোল– এমন বিনম্র জীবন যাপনের প্রতি এক আহ্বান, যেখানে 'সুখী হবার অর্থ হোল অন্যদেরকে সুখী হতে দেখা'**। এটাই ঈদের সত্যিকার উদ্দেশ্য নয় কি?

খিলাফতের ছাঁচে এমনই সুখের এক জীবন্ত ছোঁয়া পেয়ে আমরা আজ কতই না সৌভাগ্যশালী, যেখান থেকে আমরা জানতে পারি যে, নির্ধারিত এক পরিস্থিতিতে কোন্ কাজটি গ্রহণযোগ্য আর কোনটি গ্রহণযোগ্য নয়। ঈদের দিনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ যে পোশাক পরিধান করেন, তা তার সাধারণ পোশাক থেকে ভিন্ন কিছু নয়, যা আমরা জুমুআর খুতবায় সচরাচর তাকে পরিহিত দেখে থাকি, আর তা হচ্ছে– ফিটফাট, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং সাধাসিধা পোশাক। অন্য যেকোন দিনের মতই পাঁচ বেলার নামায হুযূর (আই.) বা'জামাত মসজিদেই পড়ান এবং একইভাবে ঈদের দিনের নামাযও তিনি পড়িয়ে থাকেন। হুযূর (আই.) এ বিষয়টিই নিশ্চিত করেন যে, বিশেষ এ দিনটিতে স্বল্প-সুবিধাভোগী লোকদেরকে সুখী ও পরিতৃপ্ত করতে সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। প্রত্যেক বছরই ঈদের খুতবায় তিনি আমাদেরকে এ বিষয়টি স্মরণ করান যে, এ দিনটিতে আমরা যেন বৃথা কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকি আর আমাদের চারপাশের লোকদেরকে সুখী করার সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করে আমরাও সুখ অনুভব করি।

সুতরাং মহানুভব প্রত্যাদিষ্টগণ আমাদেরকে যেসব নির্দেশ দান করে গেছেন এবং আচরণের মাধ্যমে আমাদের জন্যে যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন; চলুন, সেসব অনুশীলনে আমরা ব্রতী হই। আল্লাহ্ আমাদেরকে তেমনটি করার সক্ষমতা দান করুন, আমীন!

সূচিপত্র

৩১ আগষ্ট, ২০১৮

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃত বাণী	৫
ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ) (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)	৬
লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৬ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের **জুমুআর খুতবা**	৯
বিশ্বশান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান হযরত মির্যা তাহের আহমদ	১৯
আমি কিভাবে আহমদী হলাম মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী	২১
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল	২৩
যুক্তরাজ্যের ৫২তম বার্ষিক জলসার উদ্বোধনী বক্তৃতায় নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) নিম্নোক্ত দোয়াগুলো শেখার ও পাঠ করার তাহরীক	২৬
সংবাদ	২৭

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক
'আহমদী'র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে
Log in করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা বনী ইসরাঈল-১৭

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٢﴾

৭২। (স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক জনগোষ্ঠীকে তাদের নেতাসহ ডাকবো। এরপর যাদের আমলনামা তাদের ডান[১৬৩৬] হাতে দেয়া হবে, তারাই (আগ্রহভরে) নিজেদের আমলনামা পড়বে এবং তাদের প্রতি চুল পরিমাণও অবিচার করা হবে না।

وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٣﴾

৭৩। কিন্তু যে-ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ থাকবে সে পরকালেও[১৬৩৭] অন্ধ হবে এবং সবচেয়ে বেশি বিপথগামী হবে।

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٤﴾

৭৪। আর আমরা তোমার প্রতি যা ওহী করেছি এর দরুন তারা অবশ্যই তোমাকে (এমন) দুঃখকষ্টে ফেলে দেয়ার উপক্রম করতো, যাতে তুমি (ভীত হয়ে) এর পরিবর্তে অন্য[১৬৩৮] কিছু বানিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে আরোপ কর। আর (তুমি যদি এমনটি করতে) তাহলে তারা অবশ্যই তোমাকে তৎক্ষণাৎ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিতো।

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٥﴾

৭৫। আর আমরা যদি তোমাকে (কুরআন দিয়ে) দৃঢ়তা দান না-ও করতাম, তথাপি তুমি তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়তে[১৬৩৯] না বললেই চলে।

إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٦﴾

৭৬। (এমনটি যদি হতো তাহলে) আমরা তোমাকে জীবনে এবং মরণেও দ্বিগুণ আযাব অবশ্যই ভোগ করাতাম। তখন তুমি আমাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী খুঁজে পেতে না।

১৬৩৬। ডান হাত আশীর্বাদের প্রতীক এবং বাম হাত শাস্তির প্রতীক। মানবদেহের ডান দিক বাম দিকের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে চলে। কারণ ডান দিকের গ্রথিত কোষসমূহ বাম দিকের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। কারো কর্মের খতিয়ান তার ডান হাতে দেয়ার মর্মার্থ হলো, তা শুভ ও আশিসপূর্ণ আমলনামা হবে। ডান হাত শক্তি এবং ক্ষমতাকে বুঝায় (৬৯:৪৬)। বিশ্বাসীরা তাদের আমলনামা ডান হাতে ধারণ করবে– এই কথার মর্ম, ইহজীবনে তারা পুণ্যকে দৃঢ় সংকল্পের সাথে ধরেছিল। সেই সময়ে অস্বীকারকারীদের কর্তৃক তাদের কর্মলিপি বাম হাতে ধারণ করার মর্ম, তারা পূর্বজীবনে যথার্থভাবে অধ্যবসায়ের সাথে নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টা চালায় নি।

১৬৩৭। যারা ইহকালে আধ্যাত্মিক চোখের সঠিক ব্যবহার করে না তারাই পরকালে আধ্যাত্মিক শক্তি থেকে বঞ্চিত থাকবে। পবিত্র কুরআন ব্যক্ত করে, যারা আল্লাহ তা'লার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে দেখে না এবং তা থেকে কোন উপকার লাভ করে না তারাই অজ্ঞ। তারা পরজীবনেও আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধই থাকবে।

১৬৩৮। কুরআন শরীফে স্পষ্ট প্রকাশিত ঐশী শিক্ষাসমূহ যা রসূল করীম (সা.)-এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল তা পরিবর্তন করার জন্য এবং নানা দুরভিসন্ধি দ্বারা তাঁকে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে কাফিররা তাঁর বিরুদ্ধে চরম বাধা-বিপত্তি সৃষ্টির জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিল। কাফিরদের এসব অশুভ পরিকল্পনা যা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল, সে সম্বন্ধেই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬৩৯। মহানবী (সা.)-এর স্বভাব এতই পবিত্র ও খাঁটি ছিল যে, পবিত্র কুরআন যদি তাঁর প্রতি অবতীর্ণ নাও হতো এবং তিনি তাঁর সম্বন্ধে আল্লাহ তা'লার মহান অভিপ্রায় জ্ঞাত নাও হতেন তথাপি তিনি শিরক বা অংশীবাদিতার প্রতি ঝুঁকে পড়তেন না।

হাদীস শরীফ

সারা বিশ্বের জন্য দোয়া করা উচিত

মহানবী (সা.) বলেছেন, অপরের জন্য দোয়া করলে তা তোমার পক্ষেও কবুল হবে। অর্থাৎ- স্বার্থপর হওয়াকে ইসলাম অপসন্দনীয় বলে চিহ্নিত করেছে।

কুরআন :

আর তাদের পরে যারা এসেছে তারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের সেসব ভাইকেও (ক্ষমা কর), যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে, আর মু'মিনদের প্রতি আমাদের হৃদয়ে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি অতি স্নেহশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।' (সূরা আল্ হাশর : ১১)

হাদীস :

হযরত আবু দারদা (রা.) হ'তে বর্ণিত, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলতেন, কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য কোন মুসলমান ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন দায়িত্বশীল ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত থাকে। যখন ঐ ব্যক্তি তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্য দোয়া করে, তখনই নিযুক্ত ঐ ফিরিশ্‌তা বলেন, আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা :

ইসলাম মানবতার ধর্ম, ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করার ধর্ম। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো, এক মু'মিন নিজের পাপের ক্ষমা প্রার্থনার সাথে অন্যান্য মু'মিনদের কল্যাণের জন্যও যেন দোয়া করে। প্রথমত: হৃদয়ের গহিন হতে সৃষ্ট ব্যাকুলতার নাম দোয়া। অপরজনের দুঃখ-কষ্ট ও মুক্তির ভাবনা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তাকে আপন মনে করা হয়। আর এরূপ ভাবা তখনই সম্ভব, যখন হৃদয়ে মানবপ্রেম জায়গা করে নেয়। ইসলাম শুধু কোন এক ব্যক্তির মুক্তির কথাই বলে না, বরং তার আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য মানুষের মুক্তির কথাও বলে। তাই কুরআন বলে, শুধু নিজের জন্যই ইস্তিগফার ও ক্ষমা চাওয়া নয়, বরং অন্যান্যদের জন্যও ইস্তিগফার কর।

হাদীসটিতে অনুপস্থিত ভাইদের জন্য দোয়া করার ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, অপরের জন্য দোয়া করলে তা তোমার পক্ষেও কবুল হবে। অর্থাৎ- স্বার্থপর হওয়াকে ইসলাম অপসন্দনীয় বলে চিহ্নিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে অপরের জন্য খোদামুখী হওয়া, হেদায়াত পাওয়ার বাসনা পোষণ করা ও তার কল্যাণমন্ডিত হবার কামনা করা খোদার আশীসকে আকর্ষণ করে। আমাদের নবী (সা.)-এর জীবনে এ বিষয়টিকে আমরা অতি-মাত্রায় লক্ষ্য করে থাকি। এমনকি আল্লাহ্ স্বয়ং বলেন, "তুমি কি তাদের জন্য নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে।"

আজ বিশ্বের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আমাদের সকলের উচিত, আমরা যেন সারা বিশ্বের জন্য দোয়া করি। আর এরূপ করা যেখানে সারা বিশ্বের জন্য মঙ্গলের কারণ হবে, সেখানে আমরাও কল্যাণমন্ডিত হব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তওফীক দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে উদাসীন শ্রেণী! তোমরা কি আল্লাহ্‌র নিয়মের মাঝে ব্যতিক্রম দেখাতে চাও? অতএব চিন্তা করে দেখ। তবে তুমি চিন্তা-ভাবনা কর বলে আমার মনে হয় না। অবশ্য পথভ্রষ্টদের হেদায়াত দাতা আমার প্রভু পথ দেখাতে চাইলে সে কথা ভিন্ন।

মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাবের লক্ষণাবলী যে প্রকাশ পেয়েছে তা তুমি জানো। নৈরাজ্য বাড়তে বাড়তে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বিশৃঙ্খলা ছেয়ে গেছে বরং তা ফুঁসে ওঠে উত্তাল রূপ ধারন করেছে। অলিতে-গলিতে এবং বাজারে-বন্দরে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-কে গালি দেয়। উম্মত এখন মৃতপ্রায়। তারা চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং তাদের বিদায়ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে।

সুতরাং তোমরা অপদস্থ এ ধর্মের প্রতি করুনা কর, কেননা বিদায়-ঘন্টা বেজে উঠেছে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছি। তোমরা কি এ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছো না? ঈমানের আধ্যাত্মিক পানীয়কে কি জাগতিক ধন- সম্পদের বিনিময়ে পরিত্যাগ করা হচ্ছে না? আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে সাক্ষ্য দাও, হ্যাঁ সাক্ষ্য দাও, একথা সত্য-নাকি মিথ্যা? আমরা খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্রের চেয়ে বড় কোন চক্রান্ত দেখি না। আমরা তাদের হাতে বন্দীর মত অসহায়। তারা দুষ্কৃতির আশ্রয় নিলে ইবলীসকেও হার মানায়। দুঃখ-কষ্ট ও নৈরাশ্য সর্বত্র ছেয়ে গেছে আর মানুষের হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে। তারা কুমন্ত্রণাদাতার কুমন্ত্রণার অনুসরণ করছে আর তাকওয়া ও খোদাভীতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, বরং তারা এ রীতির বিরোধিতা করে হীন, পতিত-বস্তু সদৃশ হয়ে গেছে। আমি যা দেখেছি এবং গভীর অনুসন্ধানের পর যা প্রকাশিত হয়েছে, এর বর্ণনা খুব কমই করেছি।

আল্লাহ্‌র কসম! সমস্যা চরম পর্যায়ে উপনীত। এ উম্মতের মাঝে শুধু বাহ্যিকতা আর বড় বড় দাবী রয়ে গেছে। অন্ধকার একে ঘিরে ফেলেছে এবং আলো হারিয়ে গেছে। বন্য-পশু আমাদের ক্ষেতকে পদতলে পিষ্ট করেছে। এর পানি বা চারণভুমির কিছুই অবশিষ্ট নেই। নৈরাজ্যের উপ্‌চে পড়া বন্যায় মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। সুতরাং আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমাকে একটা নৌকা দেয়া হয়েছে, আর আল্লাহ্‌র নামেই এর যাত্রা এবং স্থিতি।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলছি। আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে খ্রিস্টানদের ভ্রষ্টতাকে বিভিন্ন প্রকার ঔদ্ধত্যের আকারে প্রকাশ পেতে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, একই সাথে সৃষ্টির বিরাট একটি অংশকেও পথভ্রষ্ট করেছে, আর তারা অনেক বড় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে এবং চরম অরাজকতা ও ধর্মহীনতার প্রসার ঘটাচ্ছে। তারা সমুজ্জ্বল ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছে আর পাপ ও লাগামহীন কুপ্রবৃত্তির দুয়ার খুলে দিয়েছে।

ভয়াবহ এ নৈরাজ্যের সময় মহিমান্বিত খোদার আত্মাভিমান নিজ মহিমা প্রদর্শন করেছে। এর পাশাপাশি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাও চরম রূপ ধারণ করেছিল। এরা মতভেদের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের (সা.) ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। এদের একে অন্যের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতকারীর মত আক্রমণ করেছে।

এদের মতভেদ দুর করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাকে মনোনীত করেছেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে আমি মু'মিনদের জন্য আগত সেই 'ইমাম' আর আমিই খ্রিস্টান ও তাদের লালনকারীদের জন্য অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনকারী সেই 'মসীহ্'।

(সির্‌রুল খিলাফাহ্, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৭৫-৭৬ থেকে উদ্ধৃত)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(১২তম কিস্তি)

এখন এ সন্দেহাবলী উপস্থাপন করা হয় যে, দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে। 'ইয়াজুজ ও মা'জুজ' একই যুগে আত্মপ্রকাশ করবে। 'দাব্বাতুল আরয'ও আসবে। 'দুখান' (ধোঁয়া)ও হবে। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ঘটবে। ইমাম মাহদীও তখন আবির্ভূত হবেন। দাজ্জালের সঙ্গে বেহেশ্‌ত ও দোযখ এবং ধরাপৃষ্ঠের রত্নভান্ডারও থাকবে। দাজ্জাল বিভিন্ন রকম ভেল্কি দেখাবে। আকাশ ও পৃথিবী উভয়ই তার শাসনাধীন হবে। যে-জাতির ওপর চাইবে বৃষ্টি বর্ষাবে এবং যে-জাতিকে চাইবে অনাবৃষ্টিতে ধ্বংস করে দেবে। ঐ যুগেই ইয়াজুজ ও মাজুজ জাতিবর্গ উন্নতির পথে ধাবমান হবে এবং পৃথিবীকে গ্রাস করতে থাকবে আর সব উঁচু জায়গা দিয়ে ধেয়ে আসবে। দাজ্জাল হবে স্থূলকায় ও লোহিত বর্ণের। (প্রশ্ন হল,) এসব আলামত বা চিহ্নাবলী কোথায়ই-বা পূর্ণ হতে দেখা যায়?

উল্লিখিত চিহ্নাবলী সম্পর্কিত সন্দেহ নিরসন এভাবে নির্ধারিত রয়েছে যে, দাজ্জালের 'এক চোখ' বলতে প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিক চর্মচোখ বুঝায় না। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **'মান কানা ফি হাযিহী আ'মা ফাহুয়া ফিল্ আখিরাতে আ'মা।'** [(সূরা বনী ইসরাঈল: ৭৩, অর্থাৎ যে-ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ হবে, সে পরকালেও অন্ধ' –অনুবাদক]। এ জায়গায় অন্ধত্ব বলতে কি দৈহিক অন্ধত্ব বুঝায়? না; বরং আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ হওয়া বুঝায়। এতে করে এ অর্থই সাব্যস্ত হয় যে, দাজ্জালের মাঝে ধর্মীয় জ্ঞানবুদ্ধি থাকবে না (–সে ধর্মীয়ভাবে দৃষ্টিহীন হবে)। যদিও তার জাগতিক দৃষ্টি ও বুদ্ধি প্রখর হবে। এমন প্রজ্ঞার বিষয়াদি আবিষ্কার করবে এবং এমন সব অদ্ভুত কাজ করে দেখাবে, যা দেখে প্রতীয়মান হবে, সে যেন ইশ্বরত্বের দাবীদার। কিন্তু ধর্ম-বিষয়ক দৃষ্টিশক্তি তার মাঝে একেবারেই থাকবে না। যেমন, সাম্প্রতিককালে ইউরোপ ও আমেরিকার লোকদের অবস্থা এ রকমই যে তারা যেন জাগতিক কলা-কৌশলের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। পবিত্র হাদীসে যে 'কা-আন্নি' (অর্থাৎ 'যেন আমি') শব্দাবলী রয়েছে, তাও প্রমাণ করছে যে, এটি এক 'কাশফী' তথা দিব্যদর্শনমূলক এবং ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয়। যেমন, ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী এদিকেই ইঙ্গিত দান করেছেন।

আজ ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে তো সর্বস্বীকৃত সিদ্ধান্ত যে, এরা দুনিয়ার উন্নত ও উচ্চমানের দুটি জাতি, যাদের একটি ইংরেজ এবং দ্বিতীয়টি রাশিয়া। এ উভয় জাতি উঁচু থেকে নিচের দিকে আক্রমণরত রয়েছে অর্থাৎ খোদাপ্রদত্ত স্বীয় ক্ষমতাসমূহের মাধ্যমে তারা বিজয়ী হয়ে চলেছে। মুসলমানদের 'মন্দ-চলন' (কু-অভ্যাস ও মন্দ কার্যকলাপ) তাদেরকে নীচে ফেলে দিয়েছে। পক্ষান্তরে এদের (ইয়াজুজ-মাজুজ) কৃষ্টি, গাম্ভির্যতা, দৃঢ়তা সাহসিকতা, উচ্চাকাঙ্খা ও সামাজিকতার উত্তম রীতি-নীতি এদেরকে সর্বশক্তিমানের ঐশী আদেশ ও যৌক্তিকতায় অগ্রগামীতামূলক সৌভাগ্য দান করেছে। উল্লিখিত উভয় জাতি সম্পর্কে বাইবেলেও বর্ণনা রয়েছে।

আর 'দাব্বাতুল-আরয' দ্বারা জ্ঞান-বুদ্ধিহীন কোনো জীব-জন্তুকে বুঝায় না। বরং হযরত আলী (রা.)-এর কথা অনুযায়ী মানুষেরই নাম 'দাব্বাতুল-আরয'* এবং এ স্থলে 'দাব্বাতুল আরয'

*** টীকা:** 'আসারুল কিয়ামাহ্' পুস্তকে লিখা আছে যে হযরত আলী (কার্‌রামুল্লাহু ওজুহাহু)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, 'মানুষ আপনাকে 'দাব্বতুল-আরয' মনে করে। আপনি কি দাব্বাতুল আরয? এর উত্তরে তিনি বলেন, 'দাব্বতুল-আরয'-এর মাঝে তো মানব চেহারায় কিছুটা চতুষ্পদ জন্তুর এবং কিছুটা পাখিদেরও সাদৃশ্য থাকবে। কিন্তু আমার মাঝে তা কোথায়? (উক্ত পুস্তকে) একথাও লেখা আছে যে, 'দাব্বাতুল-আরয' হল 'ইসমে-জিন্‌স' (শ্রেণীমূলক বিশেষণ), যদ্বারা একটি শ্রেণী বা দল বুঝায়। –(গ্রন্থাকারের পক্ষ থেকে)

শব্দটি দ্বারা মানুষের মধ্যকার এমন এক শ্রেণীর মানুষকে বুঝায় যারা নিজ সত্তায় 'আসমানী' রুহ্' বা স্বর্গীয় জ্যোতি সম্পন্ন নয়, কিন্তু বিভিন্ন জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৌশল-বিদ্যার মাধ্যমে তারা ইসলাম-বিরোধীদেরকে নিরুত্তর করে থাকেন এবং 'ইলমে কালাম' (তথা ইসলাম প্রচারে তাত্ত্বিক জ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্র) এবং যুক্তি-তর্কের ব্যবহারিক পদ্ধতি ধর্মের পথে কাজে লাগিয়ে তারা জান-প্রাণ দিয়ে আলোকোজ্জ্বল ইসলামী শরীয়তের খিদমত করে থাকেন।

অতএব তারা যেহেতু প্রকৃতপক্ষে জাগতিক, আসমানী (বা আধ্যাত্মিক) নয় এবং স্বীয় সত্তায় 'আসমানী রূহ' বা আল্লাহ্-প্রদত্ত আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন নয়, সেহেতু তারা 'দাব্বাতুল-আরয' নামে অভিহিত। আর যেহেতু পরিপূর্ণ আত্মশুদ্ধিমূলক পবিত্রতা ও পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার প্রকৃত অধিকারীও নয়, সেহেতু চেহারায় তারা মানুষ হলেও (আধ্যাত্মিকভাবে) তাদের কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কতক অন্যান্য জীব সদৃশ। (এক অর্থে) এ দিকেই আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু ইঙ্গিত করে বলেছেন– **"ওয়া ইযা ওয়াকায়াল ক্বওলু আলাইহিম আখরাজনা লাহুম দাব্বাতাম মিনাল আরযি তুকাল্লিমুহুম আন্নান্নাসা কানু বি-আয়াতিনা লা ইউক্বিনুন"** (সূরা আন্ নমল: ৩৮) অর্থাৎ যখন অস্বীকারকারীদের ওপর আযাব এবং তাদের শাস্তির নির্ধারিত মুহূর্ত ঘনিয়ে আসবে তখন আমরা 'দাব্বাতুল আরয' সুলভ একটি দল বের করব। সে দলটি হবে ইসলাম প্রচার ও তর্কবিতর্কমূলক শাস্ত্রীয় বিদ্যায় অভিজ্ঞ 'মুতাকাল্লেমীন'-এর দল, যারা ইসলামের সমর্থনে মিথ্যা ধর্মসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণরত হবে অর্থাৎ তারা প্রচলিত বাহ্যিক বিদ্যায় বিদগ্ধ উলামা হবেন– যারা হবেন ইলমে-কালাম বা ধর্মীয় দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী। তারা যত্রতত্র ইসলামের সহায়তায় দন্ডায়মান হবেন এবং ইসলামের সত্যসমূহকে যৌক্তিক ধারায় চতুর্দিকে বিস্তার দিবেন। এ স্থলে 'আখ্‌রাজনা' (অর্থাৎ আমরা নির্গত করব) শব্দাবলী আল্লাহ্ তা'লা এজন্য প্রয়োগ করেছেন যে, আখেরী যুগে তাদের 'খুরুজ' তথা বহির্প্রকাশ ঘটবে। এর অর্থ হল, স্বল্পসংখ্যায় তো প্রথমেও কম-বেশি সব যুগেই তাদের প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু শেষ যুগে তারা বিপুল সংখ্যায় পারদর্শিতার সাথে ইসলাম-প্রচারকের ভূমিকায় যত্রতত্র দন্ডায়মান হবে। সংখ্যায়ও তারা অনেক বৃদ্ধি পাবে।

এ 'খুরুজ' (বহির্গমন) শব্দটি কুরআন করীমে ভিন্নাকারে ইয়াজুজ-মাজুজের জন্যেও এসেছে এবং 'দুখান'-এর জন্যেও কুরআন করীমে অনুরূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেটির অর্থের যৌক্তিক ফল 'খুরুজ'-ই বটে। আর দাজ্জালের জন্যেও পবিত্র হাদীসাবলীতে একই 'খুরুজ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব এ শব্দটি ব্যবহার করার কারণ হল, যাতে এদিকে ইংঙ্গিত থাকে যে, শেষ যুগে যেসব জিনিস প্রকাশিত হবে, সেগুলো প্রাচীন যুগে অস্তিত্বহীন ছিল না, বরং সেগুলোর অস্তিত্ব নিজেদের শ্রেণী বা সদৃশমূলক আকারে পূর্বেও বিদ্যমান ছিল। তবে সেগুলো এক দুর্বল ও বিফল অবস্থায় ছিল।

কিন্তু এগুলোর পরবর্তীকালীন অস্তিত্ব, যা 'খুরুজ' শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে সেটিতে এক জালালী (জোরালো) অবস্থার প্রকাশ থাকবে, অর্থাৎ পূর্বেকার অস্তিত্বের মতো দুর্বলতা থাকবে না। বরং সজোরে প্রকাশিত হবে– যা বুঝাবার জন্যে 'খুরুজ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণেই মুসলমানদের মাঝে এ ধারণা চলে আসছে যে, মসীহ্ সম্পৃক্ত (বা খ্রিষ্টীয়) দাজ্জাল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়কাল থেকে মজুদ রয়েছে। অতঃপর তাদের মাঝে সেই ভ্রান্ত-ধারণা এতো বদ্ধমূল হয়েছে যে, হযরত ঈসা ইবনে-মরিয়মের মতো দাজ্জালকেও জীবিত বলে ধরে নেয়া হয়। আর সে এখনও কোন দ্বীপে অবরুদ্ধ ও শৃঙ্খলিত অবস্থায় রয়েছে এবং তার 'জাস্‌সাহ্' (গোয়েন্দেনী)-ও অদ্যাবধি জীবিত আছে আর তাকে খবরাদি পৌঁছাচ্ছে। আফসোস, বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এ লোকগুলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীসের ভুল অর্থ গ্রহণ করে কী সব বিপদে ফেঁসেছেন! অনুরূপভাবে, এ লোকগুলো ইয়াজুজ ও মাজুজকেও তাদের নিজস্ব অস্তিত্বসহ (দৈহিক অবস্থায়) জীবিত বলে মনে করেন। এখন দাজ্জাল তার জাস্‌সাহ্ এবং ইয়াজুজ-মাজুজের জাতিদের কোটি কোটি লোক এবং দাব্বাতুল-আরয এবং তাঁদের কিছু লোকের বিশ্বাস অনুযায়ী 'ইবনে-সাইয়াদ'ও [যাকে মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় দাজ্জাল বলে ধরে নেয়া হয়েছিল] উল্লিখিত এরা সবাই অধ্যাবধি জীবিত। আর এরা সবাই যখন জীবিত তখন হযরত ঈসা-ইবনে-মরিয়মও কেনই-বা জীবিত থাকবেন না?! তিনি যদি জীবিত না থাকেন, তাহলে এতে করে তাঁর ন্যায্য অধিকার বিনষ্ট হয়!

এমতাবস্থায় আমার মতে সত্য প্রমাণের সহজ উপায় হল, মৌলবী সাহেবান চেষ্টা করে ইয়াজুজ-মাজুজের কোন ব্যক্তি বা দাজ্জালের জাস্‌সাহ্ অথবা ইবনে-সাইয়াদকেই কোন জংগল থেকে ধরে আনুন। এরপর কী দারুণ ব্যাপার হবে! সবাই মেনে নেবে যে, অনুরূপভাবে হযরত ঈসাও (আ.) আকাশে জীবিত আছেন আর অনায়াশে জয় লাভ হবে!! হে মহাত্মন ও বুযুর্গগণ! এবার সহাস করুন, দুষ্টু দাজ্জালের জাস্‌সাহ্‌কেই পাকড়াও করুন। সাহস হারাবেন না। যাই হোক, এরা সবাই তো এ ধরাপৃষ্ঠেই আছে। মুসলিম শরীফে ইবনে তামিম বর্ণিত হাদীস পড়ে উল্লিখিত ঠিকানা ধরে দাজ্জালের জাস্‌সসার সন্ধান বের করুন অথবা দুষ্টু দাজ্জালকেই, যে কিনা শৃঙ্খলিত অবস্থায় আছে– তাকে নিজেরা প্রথমে স্বচক্ষে দেখুন। এরপর অন্যদেরও

দেখান, তবেই যে দারুণ-ব্যাপার হবে। ইংরেজরা সাহসিকতা ও অদম্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন জগতের খোঁজ নিয়েই ছেড়েছে। আপনারা এই নিরর্থক কাজটাতেই সাফল্য দেখিয়ে দিন। হয়তো উল্লিখিত নিখোঁজ লোকগুলোর মধ্যকার কারও খোঁজ পাওয়া যাবে।

বা-হার কারে কেহ্ হিম্মত বাস্তা গারদাদ
আগার খারে বাওয়াদ গুলদাস্তা গারদাদ ॥

(অর্থাৎ, প্রত্যেক কর্মের ক্ষেত্রে হৃদয়ে সাহস থাকা চাই। কাঁটা থাকা সত্ত্বেও ফুল দিয়ে ফুলের তোড়া তৈরি করতে হবে। –অনুবাদক)

যদি এমনটি করে দেখাতে না পারেন, তাহলে আপনাদের উল্লিখিত অবান্তর এসব ধ্যন-ধারণা থেকে নিবৃত্ত হোন। এতেই মঙ্গল নিহিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কসম খেয়ে বলেছেন, 'এখন বেঁচে থাকা মানুষ আগামী একশ' বছর পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠে বেঁচে থাকতে পারে না (একশ' বছরে তারা সবাই মারা যাবে)। কিন্তু আপনারা অযথা ভেবে বসেছেন, উল্লেখিত ঐসব মানুষ প্রাচীনকাল থেকে এখনও জীবিত আছে। বর্তমান এ যুগটি গবেষণা ও সূক্ষ্ম পর্যালোচনার যুগ। ইসলামের এমন চিত্র এঁকে দেখাবেন না, যাতে বাচ্চাদেরও হাসি পায়। গভীর মনোনিবেশে চিন্তা করুন, সেই কোটি কোটি মানুষ, যাদের শত শত বছরজুড়ে জীবিত বলে ধরে নেয়া হয়েছে, তারা কোন্ দেশে কোন্ কোন্ শহরে বাস করে? আশ্চর্যের বিষয়, জনবসতিপূর্ণ এ পৃথিবীর স্বরূপ ও সব গোপন রহস্যই প্রকাশ্যে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছে। পাহাড়-পর্বত ও দ্বীপপুঞ্জের কোথায় কি আছে সবই জানা হয়ে গেছে। প্রাথমিক কালে যা জানা ছিল না, অনুসন্ধানে তারও সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদের গবেষণা এতোটাই পরিপূর্ণ মাত্রায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজদের কোটি কোটি মানুষের এখনও কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না! অতএব হে উলামা মহোদয়গণ, সুনিশ্চিত অনুধাবন করুন, মানবজাতির মাঝে যারা ঐ প্রাচীন যুগে জীবিত ছিল, তারা (ইয়াজুজ-মাজুজ ইত্যাদি সহ) সবাই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। তাদের সবাই এ-ভূপৃষ্ঠে সমাধিস্ত হয়েছে। মুসলিম শরীফের 'একশত বছর' সম্পর্কিত হাদীসটির প্রতাপপূর্ণ সত্যতায় তারা সবাই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছে। তাদের জন্যে প্রতীক্ষা নিঃসন্দেহে 'খাম-খেয়ালী' ও হেঁয়ালীপনা মাত্র। এখন 'ইন্না লিল্লাহ' পড়ে তাদেরকে পরলোকগত বলে মেনে নিন।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

আমাদের ধর্ম বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন,

"আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্** কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশ্‌তা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসূল (সা.) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দেই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি– আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি– আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।" ('নূরুল হক', খণ্ড ১, পৃ. ৫)

জুমুআর খুতবা

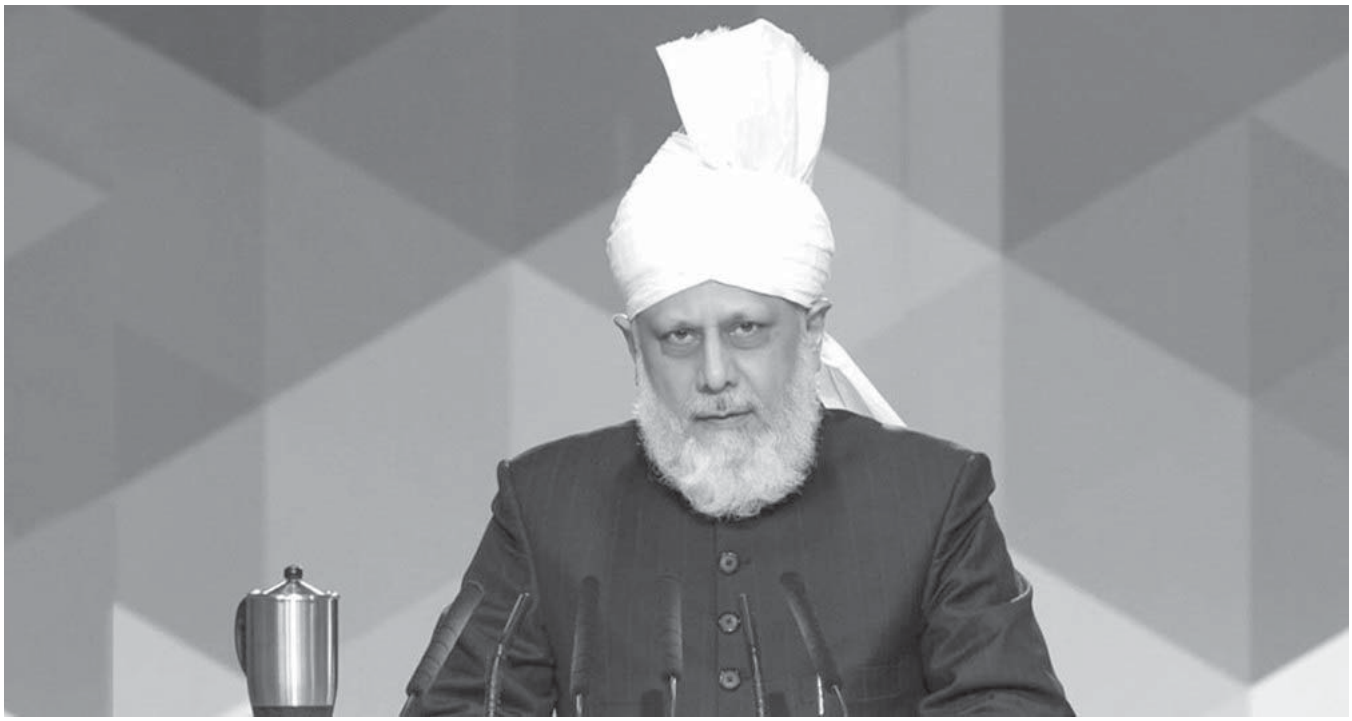

মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠের গুরুত্ব

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ১৬ জানুয়ারি ২০১৫'র জুমুআর খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝

(সূরা আল্ আহযাব: ৫৭)

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্‌তা এই নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তার জন্য রহমত যাচনা করে দরূদ পাঠ কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর।

জাগতিক কোন অপচেষ্টাই মহানবী (সা.)-এর সুমহান মর্যাদার হানি ঘটাতে পারবে না

এই আয়াত এটি স্পষ্ট করে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীর উপর স্বীয় রহমতবারী বর্ষণ করছেন। তাঁর ফিরিশ্‌তারাও মহানবী (সা.)-এর জন্য দোয়া করছে এবং তাঁর জন্য রহমত কামনা করছে। যেখানে এই হল পরিস্থিতি, সেখানে বিভিন্ন অজুহাত ও অপকৌশলে মহান এই নবী (সা.)-এর (মর্যাদার) উন্নতিকে যারা বাধাগ্রস্ত বা মন্থর করতে চায়, তারা কখনো সফল হতে পারে না। তাঁর (সা.) উপর যারা অন্যায় অপবাদ আরোপ করে, তাঁকে হাসিঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে এই আত্মপ্রসাদ নেয় যে, **আমরা সফলতা লাভ করব, এরা আসলে আহাম্মকের স্বর্গে বাস করছে।** তাদের এসব ষড়যন্ত্র এবং হীন চেষ্টা খোদার এই প্রিয় নবী (সা.)-এর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে পাঠিয়েছেন, তা তাঁরই বিশেষ কৃপায় অর্জিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিককে পাঠিয়ে ইসলামের অনুপম ও আকর্ষণীয় শিক্ষা প্রসারের নতুন দ্বার উন্মোচন করেছেন।

অতএব, মহানবী (সা.), যাকে আল্লাহ্ তা'লা সকল যুগের এবং পৃথিবীর সকল জাতির জন্য নবী মনোনীত করে পাঠিয়েছেন, তাকে সাহায্য করার নিমিত্তে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় কৃপা এবং অনুগ্রহে উপকরণও নিজেই সৃষ্টি করে চলছেন। তাঁর (সা.) বিরোধীরা পূর্বেও কখনো সফল হয় নি আর এখনো হতে পারবে না। **এটি খোদার অটল সিদ্ধান্ত।** তাই প্রকৃত একজন মুসলমানের এ নিয়ে কোন চিন্তাই করা উচিৎ নয় যে, **জাগতিক কোন অপচেষ্টা ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদার কোন হানি ঘটাতে পারে।** তবে একজন সত্যিকার মুসলমানের কাঁধে আল্লাহ্ তা'লা যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তা হল, এই নবীর মর্যাদা সমুন্নত করার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ যেভাবে তার প্রতি দরূদ প্রেরণ করছেন, তেমনিভাবে তোমরাও স্বীয় দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্ তা'লার এই প্রিয়, পূর্ণতম এবং শেষ নবীর প্রতি অজস্র ধারায় দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর। এই হলো সত্যিকার এক মুসলমানের দায়িত্ব। নবী করীম (সা.)-এর কাজকে যারা এগিয়ে নিয়ে যায়, এমন বাহিনীতে যোগ দিয়ে আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্‌তার আদর্শ অনুসরণে মহানবী (সা.)-এর প্রতি আমাদেরও অগণিত দরূদ এবং সালাম প্রেরণ করা উচিৎ।

দরূদ শরীফ পাঠের তাহরীক বা আহ্বান

সম্প্রতি ফ্রান্স যে ঘটনাপ্রবাহের সম্মুখীন হয়েছে আর মুসলমান হওয়ার দাবিদাররা আক্রমণ করে একটি পত্রিকা অফিসে যে ১২জনকে হত্যা করেছে, সে সম্পর্কে গত জুমুআয় সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখের পর আমি আহমদীদের, তথা জামা'তের সদস্যদের দৃষ্টি দরূদ শরীফ পাঠের প্রতি আকর্ষণ করে বলেছিলাম **হত্যা এবং রক্তপাতের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় আসবে না বরং তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ পাঠের মাধ্যমেই আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে আমরা সফল হতে পারব।** একইসাথে এই উৎকণ্ঠাও আমি ব্যক্ত করেছিলাম যে, এই আক্রমণের ফলে ভ্রান্ত-প্রতিক্রিয়া প্রদর্শিত হতে পারে বা হবে আর এই লোকদের কাছে এমনটিই প্রত্যাশিত। অপরদিকে তারাও ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে আবারও কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছে, যা আমাদের জন্য পুনরায় মর্মযাতনার কারণ হয়েছে। প্রত্যেক খাঁটি মুসলমানের জন্য অবধারিতভাবে সেটি কষ্টেরই কারণ। এই সন্ত্রাস করে কী লাভ হয়েছে? দু-তিন বছর পূর্বে এই পত্রিকার মালিকরা যে ন্যাক্কারজনক কাজ করেছিল, তা চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুসলমান হওয়ার দাবিদারদের ভ্রান্ত আচরণ চাপা পড়ে যাওয়া সেই ন্যক্কারজনক কর্মকে পুনরায় উস্‌কে দিয়েছে। এই পত্রিকা পূর্বে যা কিছু করে আসছিল, সে সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ কঠিন সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এবং তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অনেক সরকার কঠোর ভাষায় বলেছে, আমরা আমাদের পত্রপত্রিকাকে কখনো এমনটি করার অনুমতি দেব না। কিন্তু গত সপ্তাহের ঘটনার পর বাহ্যত বিবেকবান এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নেতৃবৃন্দের অনেকেই এই বাজে পত্রিকার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছে। আর বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের কাছে বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলারের সাহায্য আসতে আরম্ভ করেছে। এই পত্রিকা, যার প্রচার-সংখ্যা ছিল শুধু ৬০,০০০ কপি আর ধারণা করা হচ্ছিল যে, এটি মৃত্যুর প্রহর গুণছে এবং বন্ধ হতে চলেছিল, বরং বন্ধই হয়ে যেতো। মুসলমান নামধারীদের অপকর্ম এর প্রচার-সংখ্যা একদিন বা এক সপ্তাহের ভেতর পঞ্চাশ লক্ষাধিকে পৌঁছে দিয়েছে। কোন কোন সমীক্ষক বলছেন, এই যে পত্রিকা, যা হয়তো ছয় মাসও চলত না তা এখন আরো দশ-বারো বছর আয়ু লাভ করেছে।

অতএব, বিরূপ এই প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামী শিক্ষার কেবল ভ্রান্ত চিত্রই তুলে ধরে নি, বরং মৃতপ্রায় শত্রুকে জীবিত করতেও ভূমিকা পালন করেছে। **হায়! এসব মুসলমান সংগঠন, যারা ইসলামের নামে যুলুম ও অন্যায় করে তারা যদি অনুধাবন করত** যে, ইসলামের প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসার শিক্ষা স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জগদ্বাসীকে ইসলামের আওতাধীন করার সামর্থ্য রাখে। ইসলাম যেভাবে ধৈর্য এবং সহনশীলতার শিক্ষা দেয়, এ ক্ষেত্রে ইসলামের সাথে অন্য কোন ধর্মের তুলনাই হয় না। এরা তো সেই সকল জগৎপূজারী মানুষ যাদের ধর্মীয় দৃষ্টি অন্ধ, খোদার নবীগণ তো দূরের কথা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লাকেও যারা হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করতে দ্বিধা করে না। এ সকল অজ্ঞদের অপকর্মের প্রত্যুত্তরে আমাদের পক্ষ থেকেও যদি অজ্ঞতাপ্রসূত আচরণ প্রদর্শিত হয়, তাহলে হঠকারিতাবশত এরা আরও বেশি অজ্ঞতা প্রদর্শন করবে। তাই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, এদের হীনতার উত্তর দেয়ার পরিবর্তে এমন বৃথা কার্যকলাপে লিপ্ত লোকদেরকে উপেক্ষা কর। কেননা, তাদের বৈঠকে বসা বা তাদের কথায় সায় দেয়া কেবল অপরাধই নয়, বরং মানুষকে তা পাপিষ্ঠ করে তোলে। এতটুকুই নয়, বরং এসব অপকৌশলকারীদের পাল্টা উত্তর যদি এভাবে দেয়া হয় আর প্রত্যুত্তরে প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে তারা খোদা তা'লাকেই হাসিঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে বা বাজে কথা বলে অথবা মহানবী (সা.) সম্পর্কে অশোভন কোন উক্তি করে বা অন্য যে কোন অসম্মানজনক আচরণ যদি প্রদর্শন করে তাহলে আমাদের মাঝে যারা এমন (ইসলামের সঠিক শিক্ষার বিপরীত) আচরণ করবে, তারাও সেই পাপের সমঅংশীদার বলে গণ্য হবে।

অতএব, প্রকৃত একজন মুসলমানের এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত এবং সিদ্ধান্ত খোদা তা'লার হাতে ছেড়ে দেয়া উচিৎ। আল্লাহ্ তা'লা এ কথাই বলেছেন যে, তারা যেহেতু আমার কাছেই ফিরে আসবে, তাই তাদের অশোভন আচার ও আচরণের পরিণতি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। কেননা, সবাইকে একদিন আল্লাহ্ তা'লার কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অবহিত করবেন যে, তারা কী করেছিল! আজকাল শত্রুরা ইসলামের বিরুদ্ধে তরবারি হাতে নেয়ার পরিবর্তে এমনই ঘৃণ্য এবং হীন কৌশল ব্যবহার করে ইসলামকে ও ইসলামী শিক্ষাকে

এবং মহানবী (সা.)-কে অবমানিত করতে চায়। 'আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশতাগণও মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করে থাকেন'– এই কথা বলে আল্লাহ্ তা'লা একটি নীতিগত কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এমন নীচ এবং হীন কর্মকাণ্ড মহানবী (সা.)-এর মর্যাদার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। তোমাদের দায়িত্ব হল, এমন বৃথা কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে এবং একই রকম অজ্ঞতাপ্রসূত উত্তর দেয়ার পরিবর্তে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ এবং সালাম প্রেরণ করা। প্রকৃত একজন মুসলমানের কাজ এটিই। যথাযথভাবে এটি করে যাও। এই কাজ যদি তোমরা কর, তাহলে ধরে নিতে পার যে, তোমরা স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছ। কিন্তু আমি যেমনটি বলেছি, এই অশ্লীল সাময়িকীর বিরুদ্ধে যারা কথা বলত, এই আক্রমণের পর তাদেরই অনেকে এখন এই পত্রিকার পক্ষ নিয়েছে। বাকস্বাধীনতার অধিকার সবার রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ন্যায়পরায়ণ এবং বিবেকবান এমন মানুষও তাদের মাঝে আছেন, যারা মহানবী (সা.) সম্পর্কে এই সাময়িকী বা পত্রিকার অপলাপকে অপছন্দ করেছেন এবং এই ঘটনার জন্য এর ব্যবস্থাপকদেরকে দায়ী করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, এক পত্রিকা বা সাময়িকীর নাম 'চার্লি হ্যাবদো' (Charlie Hebdo), এর একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলেন হেনরি রাসেল (Henri Roussel)। তিনি বলেন, এই পত্রিকা যে ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করেছে তা ছিল উস্কানিমূলক আর কাণ্ডজ্ঞানহীন এই কাজ করে এর সম্পাদক তার টীমকে এভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। এমন কর্মকাণ্ড আমাদের মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী, যা গত কয়েক বছর ধরে এরা করে আসছে।

বাকস্বাধীনতারও একটা সীমা থাকা চাই

অনুরূপভাবে, পোপও খুব সুন্দর বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, **বাকস্বাধীনতারও একটা সীমা থাকা উচিত।** বাকস্বাধীনতার অর্থ পুরোপুরি লাগামহীন ছেড়ে দেয়া নয়। তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক ধর্মেরই একটা সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে আর সেই সম্মান অক্ষুন্ন রাখা আবশ্যক। কোন ধর্মেরই সম্মানে আঘাত হানা উচিৎ নয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি আরও বলেন, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুও (যিনি তার সফর বা ট্যুরের সফরসূচী প্রস্তুত করেন) আমার মাকে যদি অভিশাপ দেয় বা তার সম্পর্কে কটুক্তি করে, তাহলে তার মুখে ঘুষি মারাই হবে আমার প্রতিক্রিয়া আর আমার কাছে এরূপ প্রতিক্রিয়াই তার আশা করা উচিত। যাহোক, কারও আবেগ ও অনুভূতিতে আঘাত করা অন্যায় অথচ এরা তাই করেছে। অতএব, দোষ তাদেরই। পোপ খুবই বাস্তবসম্মত ও যুক্তিযুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন। এখন মুসলমানদেরও বিবেকবুদ্ধি খাটানো উচিত আর আবারো ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া দেখানো হতে বিরত থাকা উচিত। আজকাল মিডিয়া বা প্রচারমাধ্যম তো গোটা বিশ্ব ছেয়ে আছে। কোন স্থানে আগুন লাগানো বা নেভানো, নৈরাজ্য সৃষ্টি বা দূর করার ক্ষেত্রে এই প্রচারমাধ্যমই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এই ঘটনার পর যুক্তরাজ্য এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম এ সম্বন্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়া বা অবস্থান কী তা জানতে চেয়েছে আর আমাদের কাছে জানতে চাওয়ার ঘটনা এবারই প্রথম। **প্রতিক্রিয়ায় আমরা এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বলেছি, এটি অ-ইসলামিক কাজ।** এই প্রাণহানিতে আমরাও সমবেদনা প্রকাশ করছি। কিন্তু বাকস্বাধীনতারও একটা সীমা থাকা চাই নতুবা পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য তারাই দায়ী হবে যারা অন্যের অনুভূতিতে আঘাত হানে। যাহোক, এছাড়া আরও কিছু বিস্তারিত আলোচনাও প্রেস বা মিডিয়াতে এসেছে। যুক্তরাজ্যে স্কাই নিউজ, নিউজ ফাইভ, বিবিসি রেডিও, এলবিসি, বিবিসি লিড্‌স, লন্ডন লাইভ ছাড়াও বাইরের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল, যেমন ফক্স টিভি, সিএনএন এবং কানাডার বিভিন্ন পত্রপত্রিকা। একইভাবে গ্রীস, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকারও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা আমাদের অবস্থান তুলে ধরেছে। তাদের স্টুডিওতে গিয়েও সাক্ষাৎকার দেয়া হয়েছে আর এভাবে বেশ কয়েক মিলিয়ন মানুষের কাছে ইসলামের সত্যিকার অবস্থান ও শিক্ষা পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এখানে একটি টেলিভিশন চ্যানেল আমীর সাহেবের সাক্ষাৎকারও নিয়েছে, এছাড়া মসজিদ ফযলের ইমাম আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেবেরও সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। একইভাবে আমেরিকা, কানাডা ও ফ্রান্সে আমদের বিভিন্ন টীম আছে, সেসব টীমের প্রতিনিধিরাও অংশ নিয়েছে। আমাদের প্রেস বিভাগেরও টীম রয়েছে। তাদেরকেও স্টুডিওতে ডেকে ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছে বা প্রশ্ন করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা আমদের প্রবন্ধ এবং সন্দর্ভ প্রকাশ করেছে বা আমাদের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। যাহোক, এই টীমগুলো যুক্তরাজ্য, আমেরিকা, কানাডাসহ পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা তুলে ধরার দায়িত্ব উত্তমভাবে পালন করে যাচ্ছে।

প্রেসের সাথে কানাডার টীমের যোগাযোগ এবং তাদের প্রকাশিত সংবাদ পাঠ করে প্রেসের একজন সাংবাদিক লিখেছেন, আমি জানতে চাই, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মুসলমানদের ছোট একটি ফির্কা কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রচারমাধ্যমে তাদের পক্ষে এত বেশি কভারেজ পরিদৃষ্ট হওয়ার কারণ কী? আর সঠিক বাণী বা শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা তারা করছেই বা কেন? সত্যিকার অর্থে এটিতো ঐশী তকদীর, **এখন মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিক ও দাসের জামা'তই ইসলামী শিক্ষার সঠিক চিত্র জগদ্বাসীর সম্মুখে তুলে ধরবে, যা তারা তাঁর (আ.) কাছ থেকে শিখেছে।**

অতএব, এখন এটি আমদের দায়িত্ব, যেমনটি আমি গত খুতবায়ও বলেছি, স্ব স্ব গণ্ডিতে পৃথিবীবাসীর কাছে এই সংবাদ পৌঁছান এবং তাদেরকে বুঝান যে, ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়ার ফলে নৈরাজ্য সৃষ্টি হওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। বর্তমানে পৃথিবীতে যে অবস্থা বিরাজ করছে তা বিস্ফোরণোন্মুখ। এর ফলে এমন আগুন লেগে যাবে যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে আর বর্তমান পৃথিবী এই অগ্নি নির্বাপিত করার শক্তি রাখে না। তাই, অন্যায় এবং ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মানুষকে

উত্তেজিত করো না আর খোদার শাস্তিকেও আমন্ত্রণ জানিও না। পৃথিবীবাসীকে আল্লাহ্ তা'লা কাণ্ডজ্ঞান দিন।

কিন্তু এরই সাথে একজন আহমদীর অনেক বড় দায়িত্ব হল সেই নির্দেশ অনুসরণ করা, যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রদান করেছেন অর্থাৎ–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ! এক গভীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তোমরাও এই নবীর প্রতি দরূদ এবং সালাম প্রেরণ কর। যদিও এক মু'মিনকে খোদা তা'লার নির্দেশ মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত, 'কেন বা কী জন্য করব'? এই প্রশ্ন উত্থাপন করা কাঙ্ক্ষিত নয়। সচরাচর এই প্রশ্ন মানুষ উঠায়ও না। ঈমান এবং ধর্মীয় বিষয়ের জ্ঞান আর দোয়ার ব্যুৎপত্তি অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি নির্দেশের প্রজ্ঞা এবং উপকারিতাও মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় বা মানুষ বুঝতে পারে। জ্ঞান অর্জন করা আর শেখা ইসলামী শিক্ষার একটি সুন্দর দিক। ইসলাম এটিও বলে, জ্ঞান অর্জন কর এবং শিখো। এই বোধবুদ্ধি এবং ব্যুৎপত্তি লাভেরও চেষ্টা কর। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তাঁর পানে অগ্রসর হতে থাক। যাহোক, এটি খোদা তা'লার নির্দেশ, তোমরা এসব শিখো যেন অচিরেই এর প্রজ্ঞাও তোমরা অনুধাবন করতে পার। এ অপেক্ষায় থেকো না যে, ধীরে ধীরে শিখে নেব। আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী মেনে চলার প্রকৃত মর্ম ও ব্যুৎপত্তিও যেন অর্জিত হয়। এই জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জিত হওয়ার সুবাদে উত্তমভাবে তা মেনে চলা যেন সম্ভব হয়।

দরূদ পাঠের গুরুত্ব

অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকে এখন আমি কতিপয় হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করবো, যা দরূদ শরীফের গুরুত্ব এবং এর উপকারিতার বিষয়টি সুস্পষ্ট করে। আমরা মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসার দাবি করি আর এ দাবির কারণেই আমাদের হৃদয় তখন ক্ষতবিক্ষত হয় যখন মহানবী (সা.) সম্পর্কে কোন অশোভন উক্তি করা হয় বা যেকোন ধরণের ভ্রান্ত ও বাজে কথা তাঁর (সা.) প্রতি আরোপ করা হয়। কিন্তু এই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ সত্যিকারে কীভাবে হবে বা এর কল্যাণ লাভ করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে, এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে মানুষের মাঝে সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করবে, যে আমার উপর সবচেয়ে বেশি দরূদ প্রেরণকারী হবে। (সুনান তিরমিযী, কিতাবুস সালাত, আবওয়াবুল বিতর, বাবু মাজাআ' ফি ফাযলিস সালাত..., হাদীস নং- ৪৮৪)

অতএব, মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ, যার ফলে তাঁর নৈকট্য লাভ হয়ে থাকে তা হল দরূদ শরীফ পাঠ করা।

এরপর হযরত আনাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে সেদিনের ভয়ভীতি এবং ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে নিরাপদ এবং সুরক্ষিত ব্যক্তি হবে সে, যে ইহকালে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরূদ প্রেরণকারী হবে। তিনি (সা.) বলেন, আমার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাদের দরূদই যথেষ্ট ছিল, তবে এখানে মু'মিনদেরকেও পুণ্য অর্জনের এক সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা দরূদ প্রেরণ কর বা দরূদ পাঠ কর। (কানযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪, কিতাবুল আযকার, হাদীস নং-২২২৫, দারুল কিতাবুল আলামিয়া, বৈরুত, ২০০৪ খ্রি.)

এরপর দোয়া করার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কিত এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ফাযালাহ বিন উবায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রসূল করীম (সা.)-এর কাছে বসে ছিলাম, এক ব্যক্তি এসে নামায পড়ে আর দোয়া করার সময় সে বলে, **"আল্লাহুম্মাগ ফিরলী ওয়ার হামনী"**। হযরত নবী করীম (সা.) বলেন, হে নামাযী, তুমি তড়িঘড়ি নামায শেষ করেছ। যখন নামায পড় আর ক্বাদায় (নামাযের বসা অবস্থায়) বস তখন তোমার উচিত, প্রথমে খোদার প্রশংসা এবং গুণকীর্তন করা এবং পরে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করা, এরপর নিজের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে দোয়া করা। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর অপর এক ব্যক্তি এলো, সে খোদার প্রশংসা করে এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করে। রসূল করীম (সা.) তখন বলেন, **"আইয়্যুহাল মুসাল্লী উদ্‌উ তু'জাব"**। অর্থাৎ হে নামাযী! দোয়া কর, তোমার দোয়া গৃহীত হবে। (সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু মাজাআ ফি জামইস সালাওয়াতে আনিল নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, হাদীস নং-৩৪৭৬)

এরপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– তিনি মহানবী (সা.)-কে একথা বলতে শুনেছেন যে, তুমি যখন মুয়ায্‌যিনের আযানের ধ্বনি শোন, তখন তুমি মনে মনে তা পুনরাবৃত্তি কর, যা সে বলে। এরপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দশগুণ রহমত নাযিল করবেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে উসিলাহ্ যাচনা কর। কেননা এটি জান্নাতের পদমর্যদাগুলোর মাঝে একটি যা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্য থেকে একজনকে দেয়া হবে আর আমি আশা করি, আমিই হব সেই ব্যক্তি। যে কেউ আমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে উসিলাহ যাচনা করবে, তার সপক্ষে শাফায়াত বা সুপারিশ করা আমার জন্য আবশ্যক বা হালাল হয়ে যাবে। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, বাবুল কওলে মিসলু কওলিম মুয়াযযিন, লিমান সামিআ'হু, সুম্মা ইউসাল্লি আলান নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা, হাদীস নং- ৮৪৯)

অতএব, এই দরূদ শরীফ একদিকে যেমন মহানবী (সা.)-এর জন্য হৃদয়ে প্রেমানুরাগ বৃদ্ধি করে, তেমনিভাবে দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্যও তা আবশ্যক আর নিজের ক্ষমা লাভের জন্যও জরুরী। তাইতো হযরত উমর (রা.) বলেছেন, দোয়া ঊর্ধ্বলোক ও ভূলোকের মাঝে ঝুলন্তাবস্থায় থাকে আর যতক্ষণ পর্যন্ত

তোমরা স্বীয় রসূল (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠ না কর ততক্ষণ পর্যন্ত সেই দোয়ার কোন অংশ আল্লাহ্ তা'লার দরবারে উপস্থাপিত হওয়ার জন্য ঊর্ধ্বলোকে উন্নীত হয় না। (সুনান তিরমিযি, কিতাবুস সালাত, আবওয়াবুল বিতর, বাব মাজাআ, ফি ফাযলিস সালাত, আলান নাবী সাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম, হাদীস নং-৪৮৬)

এরপর দরূদ পাঠে কীরূপ ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকা উচিত, সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর এক শিষ্যকে লেখা পত্রে বলেন, "দরূদ শরীফ পাঠের প্রতি আপনি গভীর মনোযোগী থাকবেন। যেভাবে কেউ নিজের প্রিয়জনের জন্য সত্যিকার অর্থে কল্যাণ কামনা করে। অনুরূপ উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং আন্তরিকতার সাথে মহানবী (সা.)-এর জন্য কল্যাণ এবং আশিস যাচনা করুন এবং গভীর আকুতি ও মিনতির সাথে তা কামনা করুন। আর এই আকুতি ও মিনতি এবং দোয়ায় কৃত্রিমতার মিশ্রণ যেন বিন্দুমাত্রও না থাকে, বরং মহানবী (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার বন্ধুত্ব এবং প্রেমানুরাগ থাকা চাই আর সত্যিকার অর্থে নিষ্ঠাপূর্ণ অন্তরে সেই কল্যাণরাজী মহানবী (সা.)-এর জন্য যাচনা করা উচিত, যা দরূদ শরীফে উল্লিখিত আছে। ....আর ব্যক্তিগত ভালোবাসার অভিব্যক্তি হল, ভালোবাসতে গিয়ে কখনো ক্লান্ত ও শ্রান্ত না হওয়া এবং ব্যক্তিস্বার্থের কোন ভূমিকা না থাকা। মহানবী (সা.)-এর প্রতি যাতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কল্যাণরাজী বর্ষিত হয়, কেবল এই উদ্দেশ্যেই দরূদ পাঠ করা উচিত।" (মকতুবাতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ.৫৩৪-৫৩৫, মকতুব মীর আব্বাস আলী শাহ্, মাকতুব নং-১৮, নাযারাতে ইশায়াত, রাবওয়া)

এরপর দরূদের হিকমত বা প্রজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি (আ.) বলেন, যদিও মহানবী (সা.)-এর জন্য অন্য কারো দোয়ার প্রয়োজন নেই, তিনি (সা.) যেভাবে হাদীসে বলেছেন, আমার জন্য তো আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাগণের দোয়াই যথেষ্ট। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তবে এতে একটি গভীর রহস্য অন্তর্নিহিত আছে। যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত ভালোবাসার আবেগে কারও কল্যাণ এবং বরকতের জন্য দোয়া করে, সে একান্ত ভালোবাসার সম্পর্কের কল্যাণে নিজে সেই প্রেমাস্পদের (অর্থাৎ যাকে সে ভালোবাসে তার) সত্তার অংশ হয়ে যায়। (যে ব্যক্তি কারও জন্য রহমত এবং কল্যাণ যাচনা করে, সেই ব্যক্তির প্রতি তার এই ভালোবাসার কল্যাণে সে সেই ব্যক্তির সত্তার অংশ বা অঙ্গ হয়ে যায়)। তিনি (আ.) বলেন, "অতএব যার জন্য দোয়া করা হয়, তার উপর যে কল্যাণরাজী বর্ষিত হয়, একই কল্যাণরাজী প্রার্থনাকারীর উপরও বর্ষিত হয়।" (যার জন্য দোয়া করা হয়, তার উপর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যে কল্যাণরাজী বর্ষিত হয়, সেই একই কল্যাণরাজী দোয়াকারীর উপরও বর্ষিত হয়।) "আর যেহেতু মহানবী (সা.)-এর উপর আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কল্যাণরাজী রয়েছে, তাই দরূদ পাঠকারী অর্থাৎ যে একান্ত ভালোবাসার প্রেরণা নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য আশিস কামনা করে, সেও নিজের নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা অনুসারে সেই অশেষ বরকত থেকে অংশ পায় কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রেরণা এবং একান্ত এই ভালোবাসার কল্যাণরাজী খুব কমই প্রকাশ পায়।" (মকতুবাতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৫, মকতুব মীর আব্বাস আলী শাহ্, মাকতুব নং-১৮, নাযারাতে ইশায়াত, রাবওয়া)

তাই আমাদের উচিত হবে, নিজেদের ভেতরে একান্তে এই আবেগ এবং আন্তরিকতা সৃষ্টি করা।

এরপর দরূদ শরীফ পাঠের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, "আমাদের নেতা ও আমাদের মনিব, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা দেখুন, তিনি সকল প্রকার নোংরা কর্মপরিকল্পনার মোকাবিলা করেছেন, বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, তবুও কোনই ভ্রুক্ষেপ করেন নি। আর এই নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার কারণেই খোদা তা'লা কৃপারাজী বর্ষণ করেছেন। তাইতো আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٧﴾

অর্থাৎ- "আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরাও নবীর প্রতি দরুদ এবং সালাম প্রেরণ কর।" (সূরা আল আহযাব:৫৭)

তিনি (আ.) বলেন, "এই আয়াত থেকে প্রতিভাত হয় যে, মহানবী (সা.)-এর কর্ম বা আমল এমন পর্যায়ের ছিল যে, তার প্রশংসা বা বৈশিষ্ট্যকে সীমাবদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা কোন বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেন নি।" এগুলোকে (পুণ্যকর্ম ও কল্যাণরাজিসমূহ) সীমাবদ্ধ করার জন্যও বিশেষ কোন শব্দ নির্বাচন করেন নি। "শব্দ তো পাওয়াই যেতো, কিন্তু তিনি নিজেই তা ব্যবহার করেন নি। অর্থাৎ তার পুণ্যকর্মের প্রশংসার কোন সীমা বা পরিসীমা ছিল না। (এটি এমন ছিল না যার কোন সীমারেখা নির্ধারণ করা যায়) অন্য কোন নবীর মহিমা বর্ণনায় এমন কোন আয়াত ব্যবহার করা হয় নি। তিনি (সা.)-এর পবিত্র আত্মায় নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মান এমনই উঁচু ছিল আর তাঁর কর্ম বা আমল খোদার দৃষ্টিতে এতই পছন্দনীয় ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা চিরকালের জন্য এই নির্দেশ জারী করে দিয়েছেন যে, কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ মানুষ যেন ভবিষ্যতেও তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করে। (তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৩০, তোহফায়ে সালানা ইয়া রিপোর্ট জলসা সালানা ১৮৯৭ইং, পৃ. ৫০-৫১, মলফুযাত ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭-৩৮)

দরূদ শরীফ দৃঢ়চিত্ততা লাভের এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার মাধ্যম, এ প্রাসঙ্গিকতায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য (এবং সেই ভালোবাসায় নব গতি সঞ্চারের জন্য) সকল নামাযে দরূদ শরীফ পাঠ করা আবশ্যিক, যেন সেই দোয়া গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে অবিচলতা লাভ হয়।...দরূদ শরীফ, যা দৃঢ়চিত্ততা

লাভের এক জোরালো মাধ্যম তা অজস্র ধারায় পাঠ কর। কেবল প্রথাগতরূপে বা অভ্যাসবশে নয়, বরং মহানবী (সা.)-এর সৌন্দর্য্য এবং তাঁর অনুগ্রহরাজীকে দৃষ্টিপটে রেখে তাঁর মর্যাদার উন্নতি এবং তাঁর সফলতার উদ্দেশ্যে পাঠ কর। এর ফলশ্রুতিতে দোয়া গৃহীত হওয়ার সুমিষ্ট ও সুস্বাদু ফল তোমরাও লাভ করবে।" (রিভিউ অব রিলিজিয়নস, জানুয়ারি ১৯০৪, ৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১৪-১৫)

পদমর্যাদার উন্নতি কীভাবে হয়, পরবর্তীতে আমি তাও বর্ণনা করব। এরপর তিনি (আ.) বলেন, "এ যুগ কতই না কল্যাণময় যুগ। বিপদসঙ্কুল এই যুগে আল্লাহ্ তা'লা নিছক নিজ অনুগ্রহে [হুযূর (আই.) বলেন, মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন এই কথা বলেছেন, সেই যুগেও মহানবী (সা.) সম্পর্কে অপলাপ করা হতো] মহানবী (সা.)-এর মহিমা প্রকাশের নিমিত্তে এই কল্যাণময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, অর্থাৎ অদৃশ্য হতে ইসলামের সাহায্যের ব্যবস্থা করেন এবং এক জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, ইসলামের জন্য নিজেদের হৃদয়ে যারা এক প্রকার সহানুভূতি রাখে এবং এর সম্মান ও মাহাত্ম্য যাদের হৃদয়ে বিদ্যমান, তারা বলুক এর চেয়ে ভয়াবহ কোন যুগ ইসলামের ইতিহাসে অতিবাহিত হয়েছে কী, যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এত গালি দেয়া হয়েছে, এত অপলাপ ও অসম্মান করা হয়েছে আর এভাবে কুরআন শরীফের অবমাননা হয়েছে? মুসলমানদের এহেন অবস্থা দেখে আমার গভীর আক্ষেপ হয় আর আমি মর্মযাতনায় ভুগি। অনেক সময় আমি এ কারণে ব্যাকুল হয়ে যাই যে, এই অসম্মান অনুভব করার মতো যথেষ্ট চেতনাও এদের ভেতর নেই।

আল্লাহ্ তা'লা কি মহানবী (সা.)-এর সম্মানের আদৌ ভ্রুক্ষেপও করেন না যে, এত গালি এবং অপলাপ শুনেও কোন ঐশী জামা'ত প্রতিষ্ঠা করবেন না?" [মুহাম্মদ (সা.)-এর এতটুকু সম্মান প্রদানই কি আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রেত ছিল যে, এত গালমন্দ শুনেও তিনি একটি ঐশী জামা'ত প্রতিষ্ঠা করবেন না? এখানে এ কথা বলেন নি যে, উঠো! হাতে বন্দুক তুলে নাও, লাঠি ধর আর হত্যা ও খুনোখুনি আরম্ভ কর। বরং বলা হয়েছে, এই সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য এক ঐশী জামা'ত প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক ছিল।] তিনি (আ.) বলেন, "ইসলামের বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে তাঁর মাহাত্ম্য এবং পবিত্রতা পৃথিবীতে বিস্তার করো।" (গোলাগুলির পরিবর্তে যুক্তি এবং ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মুখ বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে।) এর কারণ হল, আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ যেখানে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করে থাকেন, সেখানে অসম্মান এবং অবমাননার এই সময়ে সেই সালাম এবং দরূদ প্রেরণ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা আল্লাহ্ তা'লা এখন এই জামা'তের মাধ্যমে (অর্থাৎ জামা'তে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে) প্রকাশ করেছেন। অতএব, পূর্বের তুলনায় আরও অধিক হারে দরূদ পাঠ করা আমাদের জন্য আবশ্যক হয়ে যায়।" তিনি (আ.) আরো বলেন, "মহানবী (সা.)-এর হারানো আদর্শিক ঐতিহ্য পুনর্বহাল এবং কুরআনের সত্যতা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।" (মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩-১৪)

অতএব, আজ সকল আহমদীর জন্য অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করা আবশ্যক যেন আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নকারী হতে পারি, যেন আল্লাহ্ তা'লার ডাকে সাড়া দিতে পারি এবং যেন মহানবী (সা.)-এর প্রতি আমাদের প্রেম ও ভালোবাসার দাবি সত্য প্রমাণিত হয়। অ-আহমদী মুসলমানদের মতো শুধু গলাবাজি বা মিছিল করে ভালোবাসার এই দাবি সত্য প্রমাণিত হবে না। এ ভালোবাসার দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য সকল আহমদীর দায়িত্ব হবে বেদনাভরা হৃদয়ের আকুতি মিশিয়ে কোটি কোটি দরূদ ও সালাম আরশে পৌঁছে দেয়া। এই দরূদ শত্রুদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বুলেটের চেয়েও অধিক কার্যকর এবং অব্যর্থ প্রমাণিত হবে।

দরূদ শরীফ পাঠ করার রীতি

এরপর দরূদ শরীফ পড়ার রীতি কী– এই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) তাঁর এক মুরীদ বা ভক্তকে লিখেন, "এই বিষয়ের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখবেন, যেন প্রতিটি কাজ নিছক প্রথা এবং অভ্যাসের কলুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র হয়ে যায়। (কর্ম বা আমল যেন কেবল প্রথাগত বা অভ্যাসজনিত না হয়।) আন্তরিক ভালোবাসার প্রস্রবণ যেন প্রবল বেগে উৎসারিত হয়।" (কুপ্রথা এবং অভ্যাসের মলিনতা থেকে এটিকে মুক্ত করুন। ভালোবাসা যেন অন্তর থেকে প্রবল বেগে প্রবহমান ঝর্ণাধারার মত প্রস্ফুটিত হয়।) তিনি (আ.) বলেন, "সাধারণ মানুষ যেভাবে তোতা পাখির মতো দরূদ শরীফ পড়ে থাকে সেভাবে পড়বেন না।

মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাদের পূর্ণ নিষ্ঠাও নেই আর পূর্ণ আত্মনিবেদনের চেতনা নিয়ে তারা মহানবী (সা.)- এর জন্য ঐশী বরকত কামনায় দোয়াও করে না।" তিনি আরো বলেন, "দরূদ শরীফ পাঠের পূর্বে এই নিশ্চিত বিশ্বাসের পর্যায়ে উপনীত হওয়া উচিত যে, মহানবী (সা.)-এর সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে আর মনে যেন কখনো এই ধারণাই না আসে যে, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত এমন কোন মানুষ অতিবাহিত হয়েছে, যাকে তাঁর (সা.) চেয়ে বেশি ভালোবাসা যায় বা এমন কোন ব্যক্তি ভবিষ্যতে আসবে, যাকে তাঁর (সা.) চেয়ে বেশি ভালোবাসা যাবে।" [অর্থাৎ অনেক অভিনিবেশ করার পরও অন্তরে যেন কখনো এই ধারণা সৃষ্টি হতে না পারে যে, মহানবী (সা.)-এর পূর্বে এমন কোন ব্যক্তি ছিল, যাকে এমনভাবে ভালোবাসা যায় বা ভবিষ্যতে এমন ব্যক্তির জন্ম হবে, যাকে এত গভীরভাবে ভালোবাসা যেতে পারে।] আর এই পন্থা বা দৃষ্টিভঙ্গিতে উপনীত হওয়ার উপায় হল, মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিকরা তাঁর ভালোবাসায় যে দুঃখ এবং কষ্ট বরণ করেছেন বা ভবিষ্যতে বরণ করতে পারেন অথবা যেসব বিপদাবলী আসবার কথা ধারণা করা যায় সে সবকিছু

সহ্য করার জন্য তাদেরকে আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে প্রস্তুত থাকতে হবে। [অর্থাৎ পূর্বে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভালোবাসায় মানুষকে যত দুঃখ ও যাতনা ভোগ করতে হয়েছে বা যত বিপদ ভবিষ্যতে নিপতিত হওয়ার আশংকা করা যায়, আন্তরিক নিষ্ঠা এবং ভালোবাসার সঙ্গে তাঁর (সা.) সত্যিকার প্রেমিকরা সেসব বিপদাপদ শিরোধার্য করার জন্য যেন প্রস্তুত থাকে।] আর এমন কোন সমস্যা বা বিপদের কথা যেন মাথায় না আসে, যা সহ্য করতে কুণ্ঠাবোধ হয় এবং এমন কোন নির্দেশের ধারণা যেন হৃদয়ে না আসে যার আনুগত্য করতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব জাগে। আর এমন কোন সৃষ্টি যেন হৃদয়ে স্থান না পায় যা তাঁর (সা.) ভালোবাসায় অংশীদার হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, (এবং এমন উন্নত ঈমান যদি লাভ হয়) তখন দরূদ শরীফ, যেমনটি আমি মৌখিকভাবেও বুঝিয়েছি, এই উদ্দেশ্যে পড়া উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পূর্ণ বরকত এবং কল্যাণরাজি স্বীয় সম্মানিত রসূলের প্রতি নাযিল করেন এবং সারা বিশ্বের জন্য তাঁকে কল্যাণের প্রস্রবণের মর্যাদা দেন। তাঁর সম্মান ও মহিমা এবং মাহাত্ম্য যেন ইহকাল ও পরকালে প্রকাশ করেন, এই দোয়া করা উচিত।

(পরিপূর্ণ নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে আত্মনিবেদনের চেতনা নিয়ে এই দোয়া করা উচিত) যেভাবে কোন ব্যক্তি নিজের সমস্যার সময় পূর্ণ আত্মনিবেদনের চেতনা নিয়ে দোয়া করে তেমন বরং তার চেয়েও অধিক আকুতি মিনতির সাথে ও বিগলিত চিত্তে দোয়া করা উচিত। আর নিজের কোন স্বার্থ যেন এই দোয়ার মাঝে না থাকে যে, এই কাজ করলে আমার এই পুণ্য বা এই মর্যাদা লাভ হবে, (এই ধারণা নিয়ে দরূদ পড়বে না বা দোয়া করবে না যে, এতে আমার সম্মান লাভ হবে বা পুণ্যের ভাগী হব) বরং এই খাঁটি উদ্দেশ্যে পাঠ করা উচিৎ যে, প্রিয় রসূল (সা.)-এর প্রতি পূর্ণ ঐশী বরকত বর্ষিত হোক আর তাঁর প্রতাপ ইহকাল এবং পরকালে প্রকাশ পাক এ উদ্দেশ্যে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হওয়া উচিত এবং স্থায়ী মনোযোগ সহকারে দিবানিশি দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত।

অতএব, এভাবে যদি দরূদ পাঠ করা হয়ে থাকে তাহলে তা প্রথাগত ও অভ্যাসগত দরূদ হতে ভিন্ন দরূদ হবে। নিঃসন্দেহে এর ফলে বিস্ময়কর জ্যোতি প্রকাশ পাবে। পূর্ণ আত্মনিবেদনের একটি লক্ষণ হল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্রন্দন ও আহাজারি অংশ হিসেবে এর সাথে থাকা চাই আর মন ও মস্তিষ্কের উপর এর প্রভাব এতটা বিরাজ করা উচিত যে, শয়ন ও জাগরণ উভয়ই সমান হয়ে যায়।" (মাকতুবাতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২২-৫২৩, মীর আব্বাস আলী শাহ সাহেবের নামে পত্র, পত্র নং-১০, রাবওয়া, নাযারতে ইশায়াত)

এরপর দোয়া এবং দরূদে রত থাকার বিষয়ে এক মুরিদকে লেখা এক পত্রে তিনি (আ.) বলেন, "তাহাজ্জুদ নামায ও মসনুন (রসূলের অনুসৃত) দোয়া পাঠে রত থেকো। তাহাজ্জুদে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। কর্মহীন বসে থাকার কোন মানে হয় না। অকর্মণ্য ও আরামপ্রিয় মানুষের কোন গুরুত্বই নেই।" তিনি (আ.) আরও বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(সূরা আনকাবুত: ৭০)

(অর্থাৎ- আমার পথে যারা জিহাদ বা চেষ্টাসাধনা করবে, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমাদের পথ প্রদর্শন করব।) তিনি (আ.) বলেন, "সেই দরূদ শরীফই সর্বোত্তম যা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। আর তা হল–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ☆

তিনি (আ.) আরো বলেন, "একজন সাবধানী ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির মুখ থেকে যে কথাই নিঃসৃত হয় তাতে অবশ্যই কিছু না কিছু কল্যাণ নিহিত থাকে।"

তাই ভাবা উচিত, পরহেযগারদের নেতা, যিনি নবীকুল শিরোমনি, নবীদের নেতা, তাঁর পবিত্র মুখ থেকে যে শব্দ নিঃসৃত হয়েছে, (অর্থাৎ দরূদ শরীফের শব্দগুচ্ছের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে, যা এইমাত্র পড়া হয়েছে) তা কতই না কল্যাণময় হবে। এক কথায়, সকল প্রকার দরূদ শরীফের মাঝে এই দরূদ শরীফই বেশি কল্যাণময় আর এই অধমেরও [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর] দোয়া এবং ওযীফাও এটিই। এটি পাঠের জন্য নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নির্ধারণ করা আবশ্যক নয়, বরং পূর্ণ নিষ্ঠা, ভালোবাসা, বিনয় এবং আকুতি ও মিনতি সহকারে তা পাঠ করা উচিত। মন গলে না যাওয়া পর্যন্ত এবং আত্মবিস্মৃতির অবস্থা যতক্ষণ সৃষ্টি না হয় ও এক গভীর প্রভাব যতক্ষণ পরিলক্ষিত না হয় এবং হৃদয়ে পূর্ণ এক প্রশান্তি ও আনন্দদায়ক অনুভূতি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই পাঠ করা অব্যাহত রাখুন। (মকতুবাতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৬, মীর আব্বাস আলী শাহ বরাবর পত্রাবলী, পত্র নম্বর-১৩, রাবওয়া, নাযারতে ইশায়াত)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবার মাঝে এই প্রেরণা সঞ্চার করুন। আমাদের হৃদয় থেকে যেন এমন দরূদ উদ্ভূত হয় যা আরশে গৃহীত হবে এবং আমাদেরকেও আধ্যাত্মিকভাবে পরিতৃপ্ত করবে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমাদের মধ্যে অনেকেই এমন আছে, যারা দরূদ নিয়মিত পড়েন এবং পরম ভালোবাসা নিয়ে দরূদ শরীফ পড়েন। এর ফলে লব্ধ কল্যাণরাজীর দৃশ্যও আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে দেখিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ করুন, এমনভাবে দরূদ পাঠকারীর সংখ্যা জামা'তে যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে আমাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত উন্নতি লাভের পাশাপাশি জামা'তেরও উন্নতি হবে। **হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর দরূদ পাঠের একটি রীতি আমার খুবই ভালো লাগে।** আমাদের অনেকের দরূদ পড়ার পদ্ধতি হয়তো এর কাছাকাছিই হবে। কিন্তু এটি এমন এক পদ্ধতি যা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই, যার মাধ্যমে দরূদের পাশাপাশি মহানবী (সা.)-এর প্রতি নিজের ব্যক্তিগত ভালোবাসায় এক নতুন মাত্রা যোগ হয়

আর জামা'তী উন্নতির জন্য কীভাবে দোয়া করতে হয় তাও স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এক প্রসঙ্গে তিনি (রা.) বলেন, "আমরা যখন অন্যদের জন্য দোয়া করি, সেই দোয়া এক অর্থে আমাদের নিজেদের পদমর্যাদা উন্নীত হওয়ারও কারণ হয়। আমরা যখন দরূদ শরীফ পাঠ করি, এর ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন মহানবী (সা.)-এর পদমর্যাদা উন্নীত হয়, তেমনি আমাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। তাঁর (সা.) পুরস্কার লাভের কল্যাণে তাঁর মাধ্যমে আমাদেরও তা লাভ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চালনিতে যখন কোন কিছু চালা হয় তখন তা চালনির ফাঁক গলিয়ে তলায় যে পাত্র রাখা থাকে তাতে পড়ে।

অনুরূপভাবে, মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা এই উম্মতের জন্য চালনিস্বরূপ বানিয়েছেন। খোদা তা'লা প্রথমে তাঁকে স্বীয় কল্যাণরাজিতে ভূষিত করেছেন, এরপর তাঁর (সা.) কল্যাণে সেই আশিস আমরাও লাভ করি। আমরা যখন দরূদ শরীফ পাঠ করি আর আল্লাহ্ তা'লা এর বিনিময়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা উন্নীত করেন, তখন আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এটিও অবহিত করেন যে, হৃদয়ের গভীর থেকে পড়া দরূদের এই উপহার অমুক মু'মিনের পক্ষ থেকে এসেছে। তখন মহানবী (সা.)-এর হৃদয়েও আমাদের জন্য দোয়ার প্রেরণা সৃষ্টি হয় আর আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়ার কল্যাণে আমাদেরকেও স্বীয় বরকত বা কল্যাণের ভাগী করেন।"

তিনি (রা.) আরো বলেন, "আমি নিজের সম্পর্কে বলছি, আমি যখনই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমাধিতে দোয়া করতে যাই, আমার রীতি হল, আমি প্রথমে রসূল করীম (সা.)-এর জন্য দোয়া করি, এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য দোয়া করি আর যে দোয়া করি তা হল, হে আল্লাহ্! আমার সমীপে এমন কোন জিনিস নেই যা আমি আমার এই সম্মানিত পবিত্র বুযূর্গদের কাছে উপহার হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি, আমার কাছে যা আছে তা তাদের কোন কাজে আসবে না, অবশ্য তোমার কাছে সবকিছুই আছে। তাই তোমার কাছে এই দোয়া এবং আকুতি ও মিনতি করছি যে, আমার প্রতি অনুগ্রহ করে তুমি তাদেরকে জান্নাতে আমার পক্ষ হতে এমন কোন উপহার দাও, যা ইতোপূর্বে তারা জান্নাতে লাভ করেন নি। এরূপ হলে তারা অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন, "হে আল্লাহ্! এই তোহ্ফা বা উপহার কার পক্ষ থেকে এসেছে" (আল্লাহ্ যখন উপহার দিবেন, তখন তারা অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন যে, এই উপহার কার পক্ষ থেকে।) আল্লাহ্ তা'লা যখন তাদেরকে অবহিত করবেন যে, কার পক্ষ থেকে তা এসেছে তখন তারাও সেই ব্যক্তির জন্য দোয়া করবেন আর দোয়াকারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদাও এভাবে উন্নীত হয়ে থাকে– কুরআন ও হাদীস থেকেও একথা প্রমাণিত। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি স্বীকৃত এবং গৃহীত। কোন ব্যক্তি এটি অস্বীকার করতে পারে না যে, দোয়া মৃত ব্যক্তির জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হয়ে থাকে। কুরআন শরীফেও–

فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ

(সূরা আন নিসা: ৮৭) বলে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে, যখন কোন ব্যক্তি তোমাকে উপহার দেয় তখন তোমরা এর চেয়ে উত্তম উপহার তাকে দাও বা অন্ততপক্ষে যতটা সে দিয়েছে ততটা অবশ্যই দাও। কুরআনের এই আয়াত অনুসারে আমরা যখন মহানবী (সা.) বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য দোয়া করব, তাদের প্রতি দরূদ এবং সালাম প্রেরণ করব, তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পক্ষ থেকে এই দোয়ার কল্যাণে তাদেরকে কোন উপহার দিবেন।

আমরা জানি না যে, জান্নাতে কী কী নিয়ামত রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তো সেসব নিয়ামত সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। তাই আমরা যখন দোয়া করব যে, হে আল্লাহ্! তুমি মহানবী (সা.)-কে এমন কোন উপহার দাও, যা ইতোপূর্বে তিনি লাভ করেন নি। এটি জানা কথা যে, যখন তাকে সেই উপহার দেয়া হবে এবং একই সাথে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এটিও বলা হবে যে, এই উপহার অমুক ব্যক্তির পক্ষ থেকে এসেছে, একথা জানার পর এটি কীভাবে হতে পারে যে, তিনি চুপ করে বসে থাকবেন আর উপহার প্রেরণকারীর জন্য দোয়া করবেন না।

এমন ক্ষেত্রে স্বভাবতই তাদের আত্মা খোদার চরণে সেজদাবনত হবে এবং বলবে, হে আল্লাহ্! এখন তুমি আমাদের পক্ষ থেকেও একে উত্তম প্রতিদান দাও। এভাবে فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ অনুসারে সেই দোয়া দরূদ প্রেরণকারীর পক্ষে গৃহীত হবে এবং তার পদমর্যাদার উন্নতির কারণ হবে। অতএব, এ হল সেই মাধ্যম যার কল্যাণে কোন প্রকার পৌত্তলিকতায় লিপ্ত না হয়েই আমরা নিজেরা লাভবান হতে পারি আর জাতিও লাভবান হতে পারে। এক কথায়, দরূদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উভয় প্রকার কল্যাণই সাধিত হতে পারে।" [মাজারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পার দোয়া আওর উসকি হিকমত, আনোয়ারুল উলুম ১৭তম খণ্ড, পৃ. ১৯০-১৯২]

অতএব, এটি এমন এক রীতি, যে সম্পর্কে আমি পূর্বে বলেছি, এর ফলে জামা'তের উন্নতির পথও সুগম হবে। জামা'ত যদি উন্নতি করে আর মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠকারীর সংখ্যা যদি বেড়ে যায় তাহলে বিরোধীদের সংখ্যাও হ্রাস পেতে থাকবে।

এছাড়া আরো একটি কথা আমি বলতে চাই, অনেকে প্রশ্ন করে اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ এবং اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ এই শব্দগুলো ভিন্ন ভিন্ন কেন? এই বিষয়ে অভিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে 'আস্-সালাত'-এর আরেকটি অর্থ 'আত্-তাযীম'। অতএব, এই নিরিখে اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ -দোয়ার অর্থ হবে, হে আল্লাহ্! তুমি এই পৃথিবীতে মুহাম্মদ (সা.)-কে তাঁর নাম সমুন্নত করে তাঁর পয়গাম বা বাণীকে সাফল্য ও বিজয় দানের মাধ্যমে এবং তাঁর শরীয়তকে স্থায়ীত্ব দানের মাধ্যমে মাহাত্ম্য প্রদান কর আর পরকালে তার উম্মতের পক্ষে শাফায়াত বা সুপারিশ গ্রহণ করে এবং তার প্রতিদান বেশ কয়েক গুণ বর্ধিতরূপে ফেরত দেয়ার মাধ্যমে তাকে সম্মানিত কর।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্বৃতিগুলোতেও কতিপয় বাক্যে এর

বিস্তারিত বিবরণ চলে এসেছে, তবে আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

এরপর মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠের ক্ষেত্রে হাদীসে–

بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীরুল কুরআন, বাব কওলুহু আন তুবদু শাইয়্যান আও তুখফুহু...হাদীস নং-৪৭৯৭)

এই দোয়ার অর্থ হল, হে আল্লাহ্! যে সম্মান ও মাহাত্ম্য এবং সুমহান মর্যাদা ও বুযূর্গী তুমি মহানবী (সা.)-এর জন্য অবধারিত করেছ, তা তাঁর জন্য প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং সেটিকে স্থায়ীত্ব প্রদান কর।

অতএব, সার কথা হল–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

এ তাঁর (সা.) শরীয়তের বিজয় আর স্থায়ীত্ব এবং উম্মতের পক্ষে তার শাফায়াত বা সুপারিশ থেকে কল্যাণ লাভের দোয়া অন্তর্নিহিত আছে আর এতে তাঁর (সা.) সম্মান, মাহাত্ম্য এবং মহিমা স্থায়ী হওয়ার দোয়া রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে দরূদ পাঠ করার তৌফিক দান করুন আর এই দরূদের কল্যাণে খোদার নৈকট্য লাভের পাশাপাশি মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায় যেন আমাদের স্থায়ীভাবে উন্নতি হতে থাকে এবং তার শরীয়তের প্রসার ও বিস্তারের কাজে আমরা যেন নিজেদের সকল শক্তি নিয়োজিত করতে পারি আর তাঁর (সা.) শিক্ষা অনুসারে পৃথিবী থেকে ফিতনা এবং নৈরাজ্যের অবসানের ক্ষেত্রে আমরা যেন নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে পারি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দিন।

এখন দু'ব্যক্তির গায়েবানা জানাযাও পড়াব। প্রথম জানাযা দিল্লী নিবাসী মৌলভী আব্দুল কাদের সাহেবের, তিনি কাদিয়ানের দরবেশ ছিলেন। ৯৭ বছর বয়সে গত ১০ জানুয়ারি তিনি ইন্তেকাল করেছেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ডাক্তার আব্দুর রহীম সাহেবের পুত্র। মাদ্রাসা আহমদীয়া থেকে তিনি মৌলভী ফাযেল পাস করেন এবং কাদিয়ানে নিম্নলিখিত পদে খেদমতের সুযোগ পেয়েছেন– দরবেশী যুগের সূচনাকালে কাদিয়ানের আহমদীয়া মহল্লায় জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেছেন। দীর্ঘকাল নায়েব নাযের দাওয়াত ও তবলীগ ছিলেন এবং নাযেরে আলার সহকারীও ছিলেন। এছাড়া নাযেম জায়েদাদ, কাজী, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার হিসাবরক্ষক, সেক্রেটারী বেহেশতী মাকবেরা এবং নায়েব সদর আনসারুল্লাহ্ ছিলেন।

মরহুম মৌলভী সাহেবের একটি প্রবন্ধ "দাস্তানে দরবেশ বাযুবানে দরবেশ" (দরবেশের নিজ ভাষ্যে দরবেশের জীবনকাহিনি) শিরোনামে মিশকাত পত্রিকায় ২০০৩ সনের নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এতে তিনি লিখেছেন, হযরত মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব আমাকে গভীরভাবে স্নেহ করতেন। তিনি মাদ্রাসা আহমদীয়ায় আমাদেরকে সিনিয়র ক্লাসে হাদীস শরীফ পড়াতেন। তিনি আমাকে বলেন, শিক্ষার্জনে মিশরে যাওয়ার জন্য আবেদন কর। তার কথামত আবেদনপত্র আমি অফিসে জমা দিলাম। ব্যবস্থাপকদের পক্ষ হতে উত্তর আসে যে, পাসপোর্ট বানানোর পয়সা যার কাছে নেই, মিশর গিয়ে সে করবে কী? হযরত মীর সাহেবকে উত্তরের কথা আমি জানিয়ে দেই। তিনি (মীর আব্দুল কাদের সাহেব) বলেন, দু'দিন পর আমি স্বপ্নে দেখি, হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব (রা.) এসেছেন এবং বলছেন, "আব্দুল কাদের! মিশর।" এই স্বপ্নও আমি হযরত মীর সাহেবকে শুনাই। দৈবক্রমে যা ঘটেছে তাহলো, তখন ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগ।

জামা'তে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে যুবকদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হচ্ছিল। আমিও জামা'তের পক্ষ থেকে সেনাবাহিনীতে চলে যাই আর সাপ্লাই বিভাগে যোগ দেই। বিশ্রামের জন্য সৈন্যদেরকে এক সপ্তাহ বা দশ দিনের ছুটি দেয়া হতো। আর এভাবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার সুবাদে তিনি মিশরেও পৌঁছে যান। তিনি বলেন, এই অধম ছুটি কাটাতে ভারতে আসার পরিবর্তে রোমে যাওয়া পছন্দ করি। সেখানে গীর্জার পাশে ডান দিকেই একটি প্রশস্ত হলরুম ছিল। জিজ্ঞেস করার পর লোকেরা আমাকে জানায় যে, সপ্তাহে একদিন, প্রতি সোমবার পোপ সাহেব এখানে বক্তৃতা করেন আর ভক্তরা তার দর্শনে আসে। (পোপ সেই সময় সেখানে রোমে আসতেন।) তিনি বলেন, সেদিনও সোমবার ছিল। তাই আমিও সেই হলে চলে যাই। হলের ভেতরে মানুষ বৃত্তাকারে দাঁড়িয়েছিল। যুগ যেহেতু ছিল যুদ্ধের, তাই পোপ সাহেব বিশ্বশান্তি সম্পর্কেই বক্তৃতা দেন। এরপর শ্রোতাদের পাশ ঘেঁষে পোপ ফিরে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, আমার পাশ ঘেষে যাওয়ার সময় আমি করমর্দনের জন্য তার দিকে আমার উভয় হাত প্রসারিত করি। পোপ সাহেবও তার হাত আমার হাতে রাখেন। আমি তার হাত ধরা অবস্থায় তাকে ইসলামের বাণী পৌঁছাই। হযরত মসীহ্‌র দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে তাকে অবহিত করি যে, তিনি এসে গেছেন আর কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) মসীহ্ মওউদ হওয়ার দাবি করেছেন, আমি তাঁকে গ্রহণ করেছি, আর আপনাকেও তাঁকে গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। (এভাবে তিনি পোপকে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছিয়েছেন।) পোপ আমার কথা শুনে আনন্দ প্রকাশ করেন। পরে ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে আগত সকল দর্শক আমার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হয় এবং আমার সাহসিকতার প্রশংসা করে। আমি তাদেরকেও তবলীগ করি। পোপ সাহেবের সাথে সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ আমি খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কে লিখে পাঠিয়ে দেই। 'তারীখে আহমদীয়াত'এর দশম খণ্ডে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর যুগে "পোপকে ইসলামের তবলীগ" শিরোনামে এটি প্রকাশিত হয়েছে। (তারিখে আহমদীয়াত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৯-৫৫০, টিকা)

এই প্রবন্ধে তিনি তার দোয়া গৃহীত হওয়া

এবং ঐশী কুদরতের তিনটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। ১৯৫৯ সনে তিনি হজ্জব্রত পালনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মরহুমের তিন ছেলে এবং চার কন্যাসন্তান রয়েছে। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও তাদের সবাইকে তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। সন্তানদের সকলেই বহির্বিশ্বে অবস্থান করছেন। বড় ছেলে ইসমাইল মুনীর সাহেব জার্মানিতে জামা'তের বিভিন্ন পদে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করছেন। দরবেশী যুগে এই ছেলের জন্ম হয়। তিনি তার প্রথম সন্তান। তিনি লিখেছেন, মরহুমের স্ত্রী বেশ কয়েক বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। কাদিয়ানে তিনি একাই জীবনযাপন করতেন। এজন্য মেয়েরা তাকে জার্মানি আসার অনুরাধ করে। উত্তরে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে এমন কথা আর কখনো আমার সাথে বলবে না। বছরের পর বছর কাদিয়ানে তিনি একা জীবন কাটিয়েছেন। আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দরবেশ হিসেবে নিজ দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন। তিনি মূসী ছিলেন। কাদিয়ানে দরবেশদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় তিনি সমাহিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানসন্ততিকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দিন।

দ্বিতীয় জানাযা হল শ্রদ্ধেয়া মুবারেকা বেগম সাহেবার, যিনি কাদিয়ানের দরবেশ বশীর আহমদ সাহেব হাফেযাবাদী মরহুমের স্ত্রী ছিলেন। ২০১৫ সনের ৩ জানুয়ারি ৮৩ বছর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ। তার পিতা জনাব শফী আহমদ মরহুম উত্তর প্রদেশের মুধা জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর নির্দেশ ছিল যে, ১৯৪৭ সালের পর দেশ বিভাগের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে পাকিস্তানে দরবেশদের বিয়ে করানো কঠিন হচ্ছে, তাই দরবেশরা যেন ভারতেই বিয়ে করে। এই আজ্ঞা পালন করতে গিয়ে বশীর আহমদ হাফেযাবাদী সাহেব উত্তর প্রদেশ থেকে ১৯৫১ সনে বিয়ের প্রস্তাব পান। মরহুমা মোবারেকা বেগম নামায এবং রোযায় অভ্যস্ত, নেক এবং নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন। জামা'তী তাহরীকে চাঁদা হিসেবে নিজের গহনাগাটি দিয়ে দেন। স্বামীর দীর্ঘ দরবেশীর কঠিন যুগ ধৈর্য্য এবং কৃতজ্ঞতার সাথে অতিবাহিত করেন। সকল পরিস্থিতিতে স্বামীকে সঙ্গ দিয়েছেন। এখন তো আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অবস্থা অনেক সচ্ছল।

প্রথম দিকে দরবেশরা খুবই অসচ্ছল অবস্থার মাঝে দিনাতিপাত করতেন। খিলাফতের সাথে গভীর সম্পৃক্ততা ছিল। মরহুমার এক ছেলে জনাব মুনীর আহমদ হাফেযাবাদী সাহেব কাদিয়ানে তাহরীকে জাদীদের উকীলে আলা হিসেবে কাজ করছেন। তিনি ফযলে ওমর প্রেসের ব্যবস্থাপনা পরিষদেরও সভাপতি। একইসাথে তিনি ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী। দ্বিতীয় ছেলে মেডিকেল প্র্যাক্টিস করছেন। তিন কন্যা পাকিস্তানে রয়েছেন। মৃত্যুর সময় দু'মেয়ে তার কাছেই ছিলেন। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। বেহেশতী মাকবেরায় সমাহিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আমার দোয়া থাকবে তার সন্তানসন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে আহমদীয়াত অব্যাহত থাকার পাশাপাশি তারা যেন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে আহমদীয়াতের কাজে অংশ নেয় এবং ঈমান ও বিশ্বাসে উন্নতি করে।

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৬-১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, ২২তম খণ্ড, সংখ্যা ৬, পৃ. ৫-৯)

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

Newly Released

Please visit Pakkhik Ahmadi Website : **www.theahmadi.org**

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit:

www.alislam.org; www.ahmadiyyabangla.org; www.mta.tv

বিশ্বশান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(৩৪তম কিস্তি)

রাজনৈতিক শান্তি

১. রাজনৈতিক কোন পদ্ধতিই সরাসরি বাতিলযোগ্য নয়।
২. রাজতন্ত্র।
৩. রাজতন্ত্রের সংজ্ঞা নিরূপণ।
৪. গণতন্ত্রের ইসলামিক সংজ্ঞা।
৫. ইসলামী গণতন্ত্রের দু'টি স্তম্ভ।
৬. পারস্পরিক আলোচনার অগ্রাধিকার।
৭. ইসলামিক সরকারের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বিভ্রান্তিঃ ঐশী কর্তৃত্ব।
৮. মোল্লাতন্ত্র।
৯. রাষ্ট্র ও ধর্মের প্রতি বিভক্ত আনুগত্য।
১০. আইন প্রণয়নে ধর্মের অধিকার কি একচেটিয়া?
১১. ইসলামিক রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি।
১২. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক:
নিরংকুশ সুবিচারের নীতি সকলের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য।
১৩. জাতিসংঘের ভূমিকা।

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, আমানতসমূহকে তোমরা সেগুলির প্রাপককে অর্পণ কর এবং যখন তোমরা লোকের মধ্যে বিচার কর তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে উপদেশ দিচ্ছেন নিশ্চয় তা অতি উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (আন্ নিসা, ৪:৫৯)

রাজনৈতিক শান্তির বিষয়টিকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই খুব সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

জাতীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ইস্যু হচ্ছে, জনগণের জন্য কোন্ রাজনৈতিক পদ্ধতিটি ভাল হবে বা মন্দ, তা নির্ণয় করা। আবার, আমাদেরকে এটাও খুঁজে-বের করতে হবে যে, জনগণের দুঃখ-দুর্দশা এবং অসন্তোষের জন্য কোন্‌টি দায়ী রাজনৈতিক পদ্ধতি ও তার অন্তর্নিহিত ত্রুটিবিচ্যুতি, না কি অন্য কিছু? দোষটা কি পদ্ধতির, না কি যারা চালায় তাদের? অনৈতিকভাবে, স্বার্থপর, লোভী অথবা দূর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব, যা গণতান্ত্রিক উপায়েই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তা কি সমাজের জন্য সত্যিসত্যিই কল্যাণকর? না কি তার পরিবর্তে অন্য কোন পদ্ধতির সরকার, যেমন সদাশয় একনায়কত্ব?

আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং তার নিশ্চয়তাদানের ব্যাপারে সমকালীন রাজনীতিবিদদেরকে দেওয়ার মত কিছু উপদেশ ইসলামের বিদ্যমান আছে।

মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম নিরংকুশ নৈতিকতা অনুসরণ করে চলার ওপর অসাধারণ জোর দেয়, রাজনীতিও এর কোন ব্যতিক্রম নয়।

কোন রাজনৈতিক পদ্ধতিই সরাসরি বাতিলযোগ্য নয়

আমরা এখানে এই মন্তব্য দিয়ে শুরু করতে পারি যে, ইসলামে বিশেষ কোন একটি রাজনৈতিক পদ্ধতিকে, অন্য সব পদ্ধতি বাদ দিয়ে, বৈধ বলে উল্লেখ করা হয় নি।

সন্দেহ নেই যে, পবিত্র কুরআন এমন একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কথাই বলেছে, যেখানে শাসকগণ জনগণের দ্বারাই নির্বাচিত হবে। কিন্তু এটাই একমাত্র পদ্ধতি নয় যা ইসলাম অনুমোদন করে। কোন সার্বজনীন ধর্মের তরফে এটা কোন মৌলিক বিশেষ-অধিকার হতে পারে না যে, তা মাত্র একটি রাজনৈতিক পদ্ধতিকেই বাছাই করে নিয়ে সেটাকেই শুধু স্বীকৃতি দিবে। এবং এই সত্যকে উপেক্ষা করবে যে, পৃথিবীর সকল এলাকা এবং সমাজের জন্য একটিমাত্র রাজনৈতিক পদ্ধতি কখনই কার্যতঃ প্রযোজ্য হতে পারে না। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতেও গণতন্ত্রের বিকাশ এখনও অতটা ঘটেনি, যতটা ঘটলে গণতন্ত্র তার কাংখিত রাজনৈতিক আদর্শের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। পুঁজিবাদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এবং পুঁজিবাদী দেশগুলোতে অত্যন্ত শক্তিধর রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে তোলার ফলে সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক নির্বাচন কোথাও অনুষ্ঠিত হওয়াই সম্ভব হচ্ছে না। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে দূর্নীতির ক্রমবর্ধমান সমস্যাদি, যুক্ত হচ্ছে "মাফিয়া" চক্রের অস্তিত্বের প্রসার ও অন্যান্য প্রেশার গ্রুপ। যে কেউ সহজেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে যে, গণতন্ত্র এমনকি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশী গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও নিরাপদ নয়। এমতাবস্থায়, তৃতীয় বিশ্বের জন্য গণতন্ত্র কী করে উপযোগী হতে পারে?

সুতরাং যদি বলা হয় যে, পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র আফ্রিকা, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো অথবা পৃথিবীর তথাকথিত ইসলামী দেশগুলোর জন্যেও প্রযোজ্য হতে পারে, তবে তা হবে একটা ফাঁকা ও অবাস্তব দাবীরই সমতুল্য।

আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে, বিশ্বের কোন রাজনৈতিক পদ্ধতিকেই ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে না। ইসলাম এটাকে জনগণের পসন্দ অপসন্দের ওপরেই ছেড়ে দেয় এবং কোন দেশের ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের ওপরেও ছেড়ে দেয়। ইসলাম যার ওপর জোর দেয়, তা সরকার-পদ্ধতি নয়, তা বরং সরকার কিভাবে তার দায়িত্ব পালন করবে, তার ওপরেই। জনগণকে আমানত জেনে

দায়িত্ব পালনে যদি ইসলামী আদর্শের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কোন শাসন-পদ্ধতি পরিচালিত হয়, তবে ইসলাম যেকোন পদ্ধতিকে- তা সে সামন্তবাদ, রাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র যা-ই হোক না কেন– তাকে আপন পরিসরে ঠাঁই দিতে সক্ষম।

রাজতন্ত্র

পবিত্র কুরআনে রাজতন্ত্রের উল্লেখ এসেছে বহুবার এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার কোন নিন্দাও করা হয় নি। নিম্নোক্ত আয়াতে একজন ইসরাঈলী নবী ইসরাঈলীদেরকে তালুত সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন:

"এবং তাদের নবী তাদেরকে বললো 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তালুতকে বাদশাহ্ নিযুক্ত করেছেন।' তারা বললো, সে কিভাবে আমাদের ওপরে হুকুমত লাভ করতে পারে, অথচ তার চাইতে আমরাই হুকুমতের বেশী হকদার এবং তাকে তো এমন কিছু আর্থিক প্রাচুর্যও দেওয়া হয়নি?' সে বললো, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে তোমাদের ওপর মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে এবং দৈহিক শক্তিতে অধিক সমৃদ্ধ করেছেন।' বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাকে চান তাঁর শাসনক্ষমতা দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা, সর্বজ্ঞানী।" (আল্ বাকারা, ২:২৪৮)

রাজতন্ত্রকে কুরআন করীমে আরও ব্যাপক অর্থে– অর্থাৎ জনগণ নিজেরাই রাজা, এই অর্থেও উল্লেখ করা হয়েছে:

"এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবীগণকে মনোনীত করেছিলেন এবং তোমাদেরকে বাদশাহ্ করেছিলেন এবং তোমাদেরকে এমন কিছু দান করেছিলেন যা তিনি তদানীন্তন জগতের অন্য কোন জাতিকে দান করেন নি।" (আল্ মায়েদা, ৫:২১)

তবে রাজ্যজয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অথবা প্রসারিত সার্বভৌমত্বের সাধারণতঃ সুখ্যাতি করা হয় নি। এটা আমরা দেখতে পাই শেবার রানী কর্তৃক তাঁর পরিষদকে প্রদত্ত উপদেশের মধ্যে, যার উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে। শেবার রানীর সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হয়েছে এভাবে:

"সে বললো, বাদশাহ্‌গণ যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তারা সেটাকে ধ্বংস করে দেয় এবং সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে লাঞ্ছিত করে এবং তারা এটাই করে থাকে।" (আন্ নমল-২৭:৩৫)

রাজারা ভালও হতে পারে এবং মন্দও হতে পারে, যেমন ভাল বা মন্দ হতে পারে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রীরাও এবং প্রেসিডেন্টরাও। কিন্তু পবিত্র কুরআন এমন এক শ্রেণীর রাজার কথা বলে, যাদেরকে আল্লাহ্‌ই নিযুক্ত করে থাকেন। এরা হচ্ছেন বাদশাহ্ সোলায়মান (আ.)-এর ন্যায়। হযরত সোলায়মান (আ.)-কে ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা শুধু একজন রাজা হিসেবেই মানে, কিন্তু কুরআন শরীফের মতে তিনি আল্লাহ্‌র একজন নবীও ছিলেন।

এথেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নবুওয়্যত এবং বাদশাহী কখনও একই সঙ্গে এক ব্যক্তির ওপরে অর্পিত হয়েছে এবং তাঁদের বাদশাহী আল্লাহ্ কর্তৃক সরাসরি মনোনীত।

পবিত্র কুরআনে নবীর কর্তৃত্বের মাধ্যমে প্রদত্ত আরেক প্রকারের সার্বভৌমত্বের কথাও বলা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে:

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর তাঁর এই রসূলের এবং তাদেরও যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী। অতঃপর, যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর, তাহলে তোমরা তা আল্লাহ্ এবং তাঁর এই রসূলের প্রতি সমর্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং শেষ দিবসের ওপরে ঈমান রাখ। ইহা বড়ই কল্যাণজনক এবং পরিণামের দিক দিয়ে অতীব উত্তম।" (আন্ নিসা, ৪:৬০)

এই আয়াতের উল্লেখ আমরা শুধু বিভিন্ন প্রকার সার্বভৌমত্বের সংখ্যা গণনার জন্যই করছি না, বরং এই ব্যাপারেও জোর দেওয়ার জন্য করছি যে, পবিত্র কুরআনের মতে, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সব সময়ে সঠিক ব্যক্তিরাই যে অবশ্যম্ভাবীরূপে নির্বাচিত হন, এটা ঠিক নয়। এটা খুবই সম্ভব যে, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণও কোন এক ব্যক্তির মহান নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণাবলীকে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হতে পারে এবং তাদের ওপরে তাকে চাপিয়ে দিতে চাইলেও তারা তার নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে। সমস্ত রাজনৈতিক মানদণ্ডে তার নিযুক্তিকে একনায়কত্ব বলে নিন্দাও করা হবে। অথচ তার নিযুক্তি জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তা যে জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে হতো না, তা তো সুনিশ্চিত। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা হচ্ছে জনসাধারণ তাদেরকে পসন্দ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভাসা-ভাসাভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে এবং সর্বশেষ আন্দাজের ভিত্তিতে এবং তারা তাদের প্রকৃত কল্যাণের জন্য সত্যিকারের উপযুক্ত নেতৃত্বের গুণাবলী যাচাই করে নিতে পারে না।

এথেকে বুঝা যায় যে, খোদা তা'লার অনুগ্রহ ভাজন জাতির ইতিহাসে এমন বহু সময় আসে, যখন তাদের রাজনৈতিক উত্তরণের জন্য ঐশী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন পড়ে। অনুরূপ সময়ে খোদা তা'লা কোন রাজা বা সার্বভৌম নেতা মনোনয়নের দায়িত্ব নিজের হাতে নেন। এথেকে অবশ্য এমনটা ধারনা করার কিছু নেই যে, সকল রাজা বা নেতাই খোদাকর্তৃক ঐশীভাবে মনোনীত অথবা সেভাবেই অনুমোদিত। কুরআন করীম এই জাতীয় ধারণা সমর্থন করে না। এই ভুল ধারাণাটা সাধারণভাবে প্রচলিত হয়ে পড়েছিল মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টান-পদ্ধতির মধ্যে। যেমন রাজা রিচার্ডের সেই বিলাপ:

'উত্তাল বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের সমগ্র জলরাশিও কোন ঐশী-মনোনীত রাজ্যের সুগন্ধী মলম ধূয়ে ফেলতে পারে না।' (শেকস্‌পীয়ার)।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিরূপণ

গণতন্ত্রের ধারণা বা কনসেপ্টের ভিত্তি এর গ্রীক উৎস সত্ত্বেও আব্রাহাম লিংকনের সেই গেটিসবার্গ বক্তৃতা, যে বক্তৃতায় তিনি সংক্ষেপে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এই বলে: 'Government of the people, by the people, for the people' অর্থাৎ, সরকার জনগণ দ্বারা নির্বাচিত, সরকারের মালিক হচ্ছে জনগণ আর সরকার জনগণের জন্যেই প্রতিষ্ঠিত। এটা অবশ্যই একটা সুন্দর ও বহুল প্রচলিত পদসমষ্টি। কিন্তু, এর সম্পূর্ণ প্রয়োগ পৃথিবীর প্রায় কোথাও হচ্ছে না।

(চলবে)

আমি কিভাবে আহমদী হলাম

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(কিস্তি-২৪)

লন্ডনে তিন মাস

আমার লেখা বই "কুরআন-হাদীসের আলোকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ" লন্ডন থেকে প্রকাশিত হল।

লন্ডন জলসার পর ইসলামাবাদে অবস্থান করছিলাম। তখন ইসলামাবাদ থেকে প্রায় প্রতিদিন সকালে আমার বন্ধু হাদী আলী চৌধুরী, উকিলুত তবশীর সাহেবের সাথে মসজিদ ফজল লন্ডনে আসতাম। রাতে ইসলামাবাদ ফেরত যেতাম। ইসলামাবাদ থেকে মসজিদ ফজল মোটর কারে প্রায় ৪০/৪৫ মিনিটের পথ।

মসজিদ ফজলের সাথে মাহমুদ হলের উপর তলায় ছিল হুযুর (আই.)-এর বাসা, আর এই হলের বিভিন্ন কামরায় হুযুর (আই.) এর অন্যান্য জরুরী অফিস। বর্তমানেও হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) একই অফিস ব্যবহার করেন। জামাত মসজিদ ফজল লন্ডনের আশপাশে এখন অনেকগুলো বাড়ি কিনে নিয়েছে। জামাতের অফিসগুলো বিভিন্ন বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এখানে তিনটি বাড়িকে মেহমান খানা বানানো হয়েছে। জলসার মেহমানরা সবাই চলে গেলে গেস্ট হাউজ খালি হলে আমিও গেস্ট হাউজে অবস্থান করার সুযোগ পেয়েছি। প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামায মসজিদ ফজলে হুযুর (আই.)-এর পেছনে পড়ার সুযোগ পেয়েছি।

ইসলামাবাদে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) "আররাকীম প্রেস" নামে আধুনিক প্রেস বসিয়েছেন। সেখানে রাত দিন বই ছাপা হচ্ছে। প্রেসের ইনচার্জ আমার বন্ধু আমাকে বই লিখে ছাপাতে বললেন। আমি তো টাইপ করতে জানতাম না। বন্ধু বললেন তিনি শিখিয়ে দিবেন। আমি হাদী আলী সাহেবকে বললাম। আমার বই বাংলায় প্রস্তুত ছিল। বাংলাদেশে ছাপানোর উদ্দেশ্যে আমীর সাহেবের কাছে দিয়ে রেখেছিলাম। ঐ সময় শ্রদ্ধেয় মকবুল আহমদ খান মরহুম সেক্রেটারী ইশায়াত ছিলেন। তিনি আমার বইটি পড়ে কিছু পরামর্শ ও ভাষাগত সংশোধনীসহ পাশ করে দিয়েছিলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর খেদমতে আমার বই লন্ডন প্রেস থেকে ছাপানোর অনুমতি প্রার্থনা করলাম। হুযুর (আই.) বললেন, বই প্রকাশযোগ্য বলে সত্যায়ন করবেন বাংলাদেশের আমীর আর লন্ডন থেকে প্রকাশের অনুমতি হুযুর দিবেন। উকিলুত তবশীর সাহেব আমীর সাহেবকে লিখলেন। মোহতরম মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর সাহেব আমার বইয়ের পান্ডুলিপি ডাকযোগে লন্ডন পাঠিয়ে দিলেন। আমি কিছুদিন আররাকীম প্রেসে বসে বসে নিজ হাতে টাইপ করলাম। বই ছাপার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। ভাই আযহার উদ্দিন খন্দকার সাহেব, বর্তমানে বেলজিয়ামে আছেন, বইটির ভাষা সংশোধনে সাহায্য করেছিলেন।

কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এর নির্দেশে একশত-এর বেশী ভাষায় হাজার হাজার বই ছাপা হচ্ছিল। জামাতের অগ্রগতি ও প্রসারের জন্য হুযূর তো ঝড়ের বেগে একের পর এক পদক্ষেপ নিতেন। সুতরাং আমার বই ছেপে প্রকাশ পেতে প্রায় এক বছর লেগে গেল। ১৯৯১ এর শেষে আমার বই প্রকাশিত হল। আররাকীম প্রেসের ইনচার্জ দু'বারে আমাকে দুইশ বই বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন। আমি ঢাকার সকল বিশিষ্ট জনকে আমার ঐ বইটি উপহার দিয়েছি। আমার গ্রামে এবং আমার আত্মীয় স্বজনদের মাঝেও বিতরণ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ্।

লন্ডন থেকে বাংলাদেশে ফেরত আসলাম

লন্ডনে খুব আনন্দে দিন কাটাচ্ছিলাম। আনোয়ার হোসেন (আমার ছোট ভাইয়ের মত) আমাকে সাথে নিয়ে লন্ডনের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখাচ্ছিলেন। আনোয়ার হোসেন সাহেব এখন বেলজিয়ামে নায়েব আমীর হিসেবে জামাতের সেবা করছেন। জাযাহুল্লাহু আহসানুল জাযা।

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতিব শায়খুল হাদীস মৌলানা আযিযুল হক সাহেব সে বছর হজ্বে গিয়েছিলেন। তিনি ঢাকায় এসে এক জনসভায় ঘোষনা দিলেন যে, মক্কা শরীফের আলেমগণ তাঁকে বলেছেন, 'তোমরা বাংলাদেশে আহমদী জামাতকে অমুসলিম করে দাও'। এধরনের একটি রিপোর্ট হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর খেদমতে আমীর সাহেব পাঠালেন।

হযরত সাহেব (রাহে.), উকিলুত তবশীর হাদী আলী সাহেব আর আমাকে নিজ অফিসে বসিয়ে বিস্তারিত বুঝিয়ে বললেন যে,

আমাদের করনীয় কী। হাদী আলী সাহেব নোট লিখে হুযুর (রাহে.) কে পুনরায় দেখিয়ে তারপর আমাকে আবার সব কথা বুঝিয়ে বললেন। হুযুর আমাকে ঢাকায় ফেরত আসতে বললেন।

মোহতরম আমীর সাহেবকে পূর্বে জানানো হল যে, ইমদাদুর রহমান সাহেবের কাছে বিস্তারিত হেদায়েত দেয়া হয়েছে, ন্যাশনাল আমেলার বিশেষ মিটিংয়ে হুযুর (রাহে.)-এর বিস্তারিত হেদায়েত পড়ে শোনাবেন।

আমি ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসের কোন এক তারিখে ঢাকায় আসলাম। বাদ মাগরিব মজলিসে আমেলার মিটিংয়ে বিস্তারিত বললাম। উকিলুত তবশীর সাহেবের লেখা নোটের বঙ্গানুবাদ আমি করে রেখেছিলাম। আমীর সাহেবকে নোটসগুলো দিলাম। তখন বর্তমান ছয়তলা দালান নির্মানাধীন ছিল। মসজিদের তিন তলায় গেষ্ট হাউজে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অফিস ছিল। মসজিদের ছাদের উপরে টিন শেড তখন ছিল না।

আমি ঢাকা থেকে খুলনায় পৌঁছলে বাস স্ট্যান্ডে খোদ্দাম সদস্যরা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করলেন। ফুলের তোড়া দিয়ে আমাকে স্বাগত জানালেন। আমাকে খুলনা থেকে বদলী করে চট্টগ্রাম জামাতে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ছেলে মেয়েদের বার্ষিক পরীক্ষার জন্য ডিসেম্বর পর্যন্ত খুলনা জামাতে থাকার অনুমতি পেয়েছিলাম।

খুলনা থেকে বদলী হয়ে চট্টগ্রাম

১৮ই নভেম্বর ১৯৮৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯১ পর্যন্ত খুলনায় তিন বছর খেদমতের সুযোগ পেয়েছিলাম। আল্লাহ তা'লা বড় বড় সাফল্য দিয়েছিলেন। বরাবর বিরোধীতা ছিল। তবলিগী কার্যক্রম কখনো বন্ধ হয়নি। খুলনা জেলা ছাড়া পাশের জেলাগুলো যেমন বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, কুষ্টিয়ার বিভিন্ন গ্রামে সফর করেছি। বিভিন্ন স্থানে দু-চার ঘর বয়াত হয়েছে। কিছু পুরনো বয়াত উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি। মওলানা শাহ আলম শহীদ সাহেবের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। বহু গ্রামে অনেক বয়াত হয়েছে। বয়াত করানো আমার কাজ ছিল। কিন্তু জামাত প্রতিষ্ঠা করা, জামাত রক্ষা করার জন্য সাংগঠনিক পদক্ষেপ প্রয়োজন হয় যা আমার এখতিয়ারে ছিল না।সব সময় আমি বিস্তারিত রিপোর্ট এবং প্রস্তাব আমীর সাহেবের বরাবর পাঠিয়েছি।

আল্লাহর ফজলে খোদ্দাম প্রস্তুত করেছিলাম। আমাদের খোদ্দাম সদস্যরা ন্যাশনাল বার্ষিক ইজতেমায় অধিকাংশ পুরস্কার পেয়েছে। কয়েকজন শহীদ হয়ে গেছেন। অনেকে এখন বিভিন্ন স্থানে জামাতের খেদমত করছেন। এন. এ. শামীম সাহেব সেসময় খুলনা খোদ্দামুল আহমদীয়ার মোতামাদ ছিলেন। বর্তমানে বেলজিয়ামে কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহর সদর, পূর্বে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর ছিলেন। খোদ্দাম সদস্যদেরকে প্রবন্ধ লিখতে উৎসাহিত করেছিলাম। বিভিন্ন ম্যাগাজিনে তাদের কয়েক জনের প্রবন্ধ ছেপেছিল।

ডিসেম্বরের শেষে খুলনা ছেড়ে চট্টগ্রাম যাবার প্রস্তুতি নিলাম। বাড়ির আসবাবপত্র ট্রাকে করে চট্টগ্রাম পাঠিয়েছিলাম। ১জানুয়ারী ১৯৯২ সকাল-সকাল বাসে বসে ঢাকায় পৌঁছলাম। জনাব কাউসার আহমদ সাহেবকে আমার জন্য মহানগর প্রভাতীতে ২ জানুয়ারীর ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের টিকেট কিনে রাখতে অনুরোধ করেছিলাম। টিকেটের টাকা দিয়ে তার থেকে টিকেট কিনে নিলাম। পরদিন মহানগর প্রভাতীতে বসে দুপুরে চট্টগ্রাম পৌঁছলাম।জনাব নাযীর আহমদ সাহেব, জেনারেল সেক্রেটারী চট্টগ্রাম, নিজের গাড়ীতে করে স্টেশন থেকে নিজ বাড়ি নিয়ে গেলেন। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে চট্টগ্রাম মসজিদের মুরুব্বী কোয়ার্টারে পৌঁছে দিলেন। জাযাহুমুল্লাহ।

চট্টগ্রামে এসেই আমরা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়লাম। জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে প্রচন্ড শীত পড়ে সবাই জানেন। চট্টগ্রামে টিন শেড মসজিদের উত্তর পাশে টিনের বারান্দাকে মুরুব্বী কোয়ার্টার বানানো হয়েছিল। টিনের চালের নিচে যথেষ্ট ফাঁক থাকে। ফলে রাতে প্রচন্ড শীতে ঠান্ডালেগে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। পরে আস্তে-আস্তে শীত কমে গেল। আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেলাম।

শুনেছি এক সময় এই কোয়ার্টারে মরহুম মওলানা মুহিব্বুল্লাহ, মোবাল্লেগ সিলসিলাহ, সপরিবারে থেকেছেন। আমার পূর্বে মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব অবস্থান করেছেন। ১৯৮৫ সাল থেকে এখানে ইমারত কায়েম হয়েছিল। মৌলভী গোলাম আহমদ খান ফালু মিয়া সাহেব প্রথম আমীর হয়েছিলেন। তার ইন্তেকালের পর ১৯৯১ সালে জনাব মরহুম নূরুদ্দীন আহমদ আমীর হয়েছিলেন। নূরুদ্দীন আহমদ সাহেব বড় নিবেদিত প্রাণ নিষ্ঠাবান পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। তার সারা সময় জামাতের কাজে ব্যয় হত। সকালে মসজিদে আসতেন আর এশার নামাযের পর বাড়ি যেতেন।

আমি যখনই যেকোন জামাতে গিয়েছি জামাতের সবাই আন্তরিকতার সাথে আমাকে সহযোগীতা করেছেন। আমিও সব সময় জামাতের সবাইকে আপন করে নিয়েছি। সকলের সাথে খুব ভাল সম্পর্ক রেখেছি। এখানেও সবাই সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

চট্টগ্রামের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রবীণ নিবেদিত প্রাণ আহমদী মোহতরম সৈয়্যদ খাজা আহমদ সাহেবকে পেয়েছিলাম। তিনি এবং তার সব ছেলে মেয়ে জামাতের সেবায় নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। সবকাজে সব সময় তারা প্রথম সারিতে ছিলেন। যে কোন মুরুব্বী , মোবাল্লেগ সিলসিলাহ এর সবচেয়ে কাছে তারা থাকতেন। সবরকম সহযোগীতা করতেন। সবাই নিয়মিত মসজিদে আসতেন।

জেনারেল সেক্রেটারী জনাব নাযীর আহমদ সাহেব এবং তার সহধর্মীনী সৈয়্যদা আমাতুর রশিদ (রুশু আপা) আমার পূর্বের পরিচিত ছিলেন, তারা দু'জন রাবওয়া যেতেন। তখন থেকে পরিচয়। ১৯৮৪ সনে বাংলাদেশে এসেছিলাম। আমার ভায়রা ভাই মরহুম বদর উদ্দিন মন্টু বাবুর নিমন্ত্রনে কয়েক দিনের জন্য চট্টগ্রামে এসেছিলাম। তখনো তাদের বাসায় দু'দিন অবস্থান করেছিলাম।

মুকাররম মরহুম মাসুদুর রহমান,মরহুম মুকাররম ওবাইদুর রহমান ভুইঁয়া সাহেবের বড় ভাই আমার স্ত্রীর খালু ছিলেন। সেসময় তিনি চট্টগ্রামে ছিলেন। মরহুম ওবাইদুর রহমান ভুইঁয়া আমার শ্বাশুড়ী আম্মার মামাত ভাই ছিলেন। মরহুম ওবাইদুর রহমান ভুইঁয়া পাকিস্তান এয়ার লাইনে সম্মানিত কর্মকর্তা ছিলেন। ১৯৭১ সনে তিনি করাচিতে ছিলেন। তখন থেকে তার সাথে সুসম্পর্ক ছিল। পরে বাংলাদেশ বিমানে বড় কর্মকর্তা ছিলেন। ঢাকায় থাকতেন। সবাই সব সময় আমাকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা করেছেন। সবচেয়ে বড় সহযোগীতা ছিল ভাল পরামর্শ।

(চলবে)

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-৮৮)

বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার বন্ধের আহব্বান (১২)

ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবীকারকের সত্যতার প্রমাণঃ

বিরুদ্ধবাদী তথাকথিত আলেম-নামধারী ব্যক্তিদের জন্য প্রকাশিত ঐশী নিদর্শনঃ কয়েকটি দৃষ্টান্ত

এখন আমরা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর দাবীর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ কিছু বাস্তব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করবো। এই দৃষ্টান্তগুলো হলো সেই সকল ব্যক্তির শোচনীয় পরিনাম সম্পর্কিত, যারা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় শত্রুতা এবং কঠোর বিরোধিতার পথ গ্রহণ করেছিল। দৃষ্টান্তগুলো বর্ণনার পূর্বে পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর লেখার উদ্ধৃতির আলোকে একটি নীতিগত বিষয়ের প্রতি সত্য-সন্ধানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সুরায় প্রেরিত-পুরুষদের প্রতি মিথ্যা অভিযোগকারী, উপহাস-কারী এবং ষড়যন্ত্রকারীদের পরিনাম এবং তাদের জন্য অবধারিত শাস্তির কথা বলা হয়েছে– যার ফলে অন্যেরা বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষা এবং সবক লাভ করতে পারে।

বিরোধিতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতিঃ

"আর তোমার পূর্বেও রসুলদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে। পরিনামে তাদের মাঝে যারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিল তাদেরকে তা-ই ঘিরে ফেললো যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো। তুমি বলো, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমন করো এবং দেখ সেই সকল প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিনাম কী হয়েছিল।" (আল আনাম, ৬:১১-১২)। এরূপ আরো অনেক আয়াত রয়েছে (৭:৩৮, ১০:১৮, ১১:১৯-২১, ১৫:১২, ৩৬:৩১, ৪৩:৮, এবং ৬১:৮ দ্রষ্টব্য)।

হাদীসের আলোকেঃ শেষ যমানার তথাকথিত আলেমদের দুরাবস্থা–

আখেরী যুগের মুসলমানদের নৈতিক অধঃপতন এবং বিশেষভাবে বহু দল-উপদলে বিভক্ত এবং পরস্পর কলহ-কোন্দলে নিমজ্জিত আলেম-উলেমা সম্পর্কে অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। যেমন বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীসে বলা হয়েছেঃ ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়া যাইবে এবং জাহেলিয়াত (আধ্যাত্মিক অজ্ঞতা) প্রসার লাভ করিবে...। ঝগড়া-বিবাদ বৃদ্ধি পাইবে, মারামারি কাটা-কাটি বেশী হইবে...।" অন্যত্র বলা হয়েছে: "মানুষের উপর এমন এক সময় আসিবে যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলো অবশিষ্ট থাকিবে। তাহাদের মসজিদগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হইবে– কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকিবে। তাহাদের আলেমগণ আকাশের নিমস্থ সকল সৃষ্ট-জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হইবে। তাহাদের মধ্য হইতে ফিতনা-ফ্যাসাদ উঠিবে এবং তাহাদের মধ্যে উহা ফিরিয়া যাইবে।" (বায়হাকী, মিশকাত)। বনী ইসরাঈলতো ৭২ ফিরকায় (দলে) বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে। তাদের প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাবে কেবল মাত্র এক ফিরকা ব্যতীত।' তাঁরা (সাহাবাগণ) বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! সেই ফিরকা কোনটি?" তিনি বললেন, "আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথে আছে সেই পথে যে ফিরকা থাকবে।" (তিরমিযী: কিতাবুল ঈমান)

বিরোধিতা সম্পর্কে অতীতের বুজুর্গানে দ্বীনের ভবিষ্যদ্বাণীঃ

মুজাদ্দিদ আলফে সানী হযরত আহমদ সারহিন্দি (রহ.) লিখেছেন: "মাহদী (আ.) বর্ণিত আধ্যাত্মিক সুক্ষ্ম তত্ত্বাবলী বুঝিতে না পারিয়া বাহ্যদর্শী আলেমগণ ঐগুলিকে কিতাব ও সুন্নতের বিরুদ্ধ মনে করিবে এবং অস্বীকার করিবে।" (মকতুবাতে ইমাম রাব্বানী, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৫)।

অনুরূপভাবে হযরত মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহ.) লিখেছেন: "যখন ইমাম মাহদী (আ.) যাহির হইবেন, তখন মৌলবী-মৌলানাগণই তাঁহার প্রধান শত্রু হইবে।" (ফতুহাতে মাককিয়া, পৃ. ৩৭৩)।

'আহলে হাদীস' ফিরকার বিশিষ্ট নেতা নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ লিখেছেন: "যখন ইমাম মাহদী সুন্নত কায়েম করার ও বেদাত মিটাবার জন্য সংগ্রাম করবেন, তখন সমসাময়িক আলেমগণ– যারা পূর্ব-পুরুষ ও পীর-পুরোহিতদের অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত– তারা বলবে এই ব্যক্তি আমাদের ধর্ম নষ্ট করে ফেলছে। এই কথা বলে এরূপ আলেমগণ তাঁর বিরোধিতা করবে এবং চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে কুফর ও গোমরাহীর ফতওয়া দিবে।" (হুজ্জাজুল কিয়ামাহ ফি আসারিল কিয়ামাহ, পৃ. ২৬২)।

বিরোধিতাজনিত বিষয়টি ইমাম মাহদী হিসেবে দাবীকারকের সত্যতারই প্রমাণ

আগমনকারী হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন:

* "যদি আমার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয় তবে এই ঠাট্টা-বিদ্রুপে আমার কী ক্ষতি হবে? কেননা এমন কোন নবী নেই যার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয় নি। অতএব এটা জরুরী ছিল যে, প্রতিশ্রুত মসীহ এর সাথেও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হবে। যেমন আল্লাহ বলেন: "আক্ষেপ আমার বান্দাদের জন্য। তাদের নিকট এমন কোন রসুল আসেনি, যার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয় নি" (ইয়াসিন: ৩১)। সূতরাং আল্লাহর তরফ হতে এটা একটা নিদর্শন যে, প্রত্যেক নবীর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়ে থাকে।" (মালফুজাত)

* সর্বপ্রকার হাসি-ঠাট্টা এবং সর্বাত্মক বিরোধিতা সত্ত্বেও আল্লাহতালার পক্ষ থেকে তিনি চূড়ান্ত বিজয় এবং সফলতার নিশ্চয়তা লাভ করেছিলেন। আল্লাহতালা তাঁকে জানিয়েছেন: "ইন্নি মুহিনুম মান আরাদা ইহানাতাকা" অর্থাৎ "আমি তাকে অপমানিত করিব যে তোমাকে অপমান করিতে চাইবে।" (আল ইস্তিফতা, পৃ. ২৬)।

* তিনি লিখেছেন: "আল্লাহ তা'লা এই প্রত্যাদিষ্ট বান্দাকে শুভ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর হিফাযত ও নিরাপত্তা বিধান করবেন। আর যে সকল দুস্কর্মকারী তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তারা তাঁর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। তিনি ক্ষমাশীল খোদার কৃপাবারিতে সিক্ত জীবন-যাপন করবেন। এভাবে আল্লাহ তা'লা স্বীয় নিরাপত্তার চাদরে তাঁর নিরাপত্তা বিধান করেন। আপন সন্নিধানে তাঁকে স্বাগত জানান এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে ধারালো তরবারী হয়ে কাজ করেন এবং সকল ক্ষেত্রে তাঁকে বন্ধুর ন্যায় সাহায্য করেন। ...তাঁকে তিনি শুভ সংবাদ দিয়েছেন যে, শত্রুদের হাত থেকে তিনি তাঁকে নিরাপদ রাখবেন এবং তাঁর উপর হামলাকারী প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর তিনি পাল্টা হামলা করবেন। এভাবে তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন এবং তাঁকে সকল অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রেখেছেন।... **সূতরাং এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা? তিনি কি সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী? এই কৃপা বা অনুগহের উৎপত্তি কোথায়? আল্লাহতালা যা দেয়ার সব দিয়েছেন। এমন মহান কাজের শক্তি শয়তান রাখে কি? পরিস্কার করে কথা বলো– তোমাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। সেই সিদ্ধান্তের দিবসকে ভয় করো যা সকল বিষয় প্রকাশ করে দিবে।"** (আল ইস্তিফতা, পৃ. ২৭-২৮)।

চরম বিরুদ্ধবাদীর শোচনীয় পরিণতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

(ক) মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর চরম বিরোধিতা এবং তার পরিণতি:

মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী আহলে-হাদীস সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন এবং হযরত মীর্যা সাহেবকে বাল্যকাল হতেই জানতেন। তিনি হযরত মীর্যা সহেবের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'বারাহীনে আহমদীয়া' সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসামূলক প্রবন্ধ লেখেন এবং তাঁর নিজ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সেই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন যে, 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থ ইসলামের ইতিহাসে একটি অতুলনীয় গ্রন্থ এবং হযরত মীর্যা সাহেব ইসলামের একজন নিঃস্বার্থ সেবক। (ইশায়াতুশ সুন্নাহ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৭০)।

* হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) এই মৌলবী সাহেব সম্পর্কে বলেছেন: মৌলবী আবু সাঈদ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী সম্পর্কে বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, সে আমার বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া দেয়ার চেষ্টা করিবে এবং কাফের সাব্যস্ত করার জন্য ফতওয়া লিখিবে।" (হাকিকাতুল ওহী, পৃ. ১৮৫)

* খোদা তা'লা সাধারণভাবে আমাকে সম্বোধন করিয়া রাখিয়াছেন: "ইন্নি মুহিনুম মান আরাদা ইহানাতাকা অর্থাৎ আমি তাহাকে লাঞ্ছিত করিব, যে তোমাকে অপমানিত করিতে ইচ্ছা করিবে।" দুশমন শত শত বার এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতীক হইয়া গিয়াছে।" (হাকীকাতুল ওহী, পৃ. ২৮৪)।

যখন হযরত মীর্যা সাহেব ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবী ঘোষণা করলেন, তখন মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন তাঁর চরম বিরোধিতা করতে লাগলেন। হযরত মীর্যা সাহেবকে অস্বীকার করার জন্য মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন দেশব্যাপী বিরোধিতামূলক কাজ-কর্মের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি হযরত মীর্যা সাহেবকে "কাফের" ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে 'ফতোয়া' সংগ্রহ করার জন্য দেশব্যাপী 'স্বাক্ষর অভিযান' পরিচালনা করেন। বহু সংখ্যক আলেমকে প্ররোচিত করা হয়। সেই ফতোয়ার দ্বারা ঘোষণা করা হয় যে, শুধু হযরত মীর্যা সাহেবই নহেন, বরং তাঁর অনুসারীগণও 'কাফের' এবং যারা তাঁদের 'কাফের' মনে করে না, তারাও "কাফের"। অতঃপর মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী ভাবলেন যে, তাঁর পরিকল্পনা খুবই সাফল্যজনক হয়েছে। কিন্তু তিনি পবিত্র কুরআনের সতর্কবাণী ভুলে গেলেন, যেখানে বলা হয়েছে: "উপহাসকারীরা তাহাদের নিজেদের উপহাস দ্বারা আচ্ছন্ন হইবে।" (সুরা আনাম: ১১)।

জনগণ কর্তৃক তাঁর এরূপ সম্মান প্রদর্শনের জন্য পাঞ্জাব প্রদেশের গভর্ণর এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করতেন। কিন্তু উপরোক্ত ফতোয়া প্রকাশের পর তাঁর অবস্থা খারাপ হতে লাগলো। এমন অবস্থা হলো যে, তাঁর নিজ সম্প্রদায় তাঁকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিল। তাঁর সহায়-সম্বল হ্রাস পেতে লাগলো। তাঁর পারিবারিক জীবন তিক্ততায় ভরে উঠলো। তাঁর স্ত্রী তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছেদ নিয়ে চলে গেল, তাঁর পুত্রগণ এবং পুত্রবধুরা তাঁকে দেখতে অস্বীকৃতি জানালো। তাঁর একটি ছেলে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলো। তাঁর শোচনীয় পরিণতি এবং মর্মান্তিক দুঃখ-দুর্দশা, অপমানসহ তিনি মৃত্যুবরণ করলেন– তাঁর মৃত্যুতে কেউ কাঁদল না। কেউ তাঁর কথা সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করলো না। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'বাটালবী কা আনজাম' নামক পুস্তক-মীর মোহাম্মদ কাশেম (রা.) কর্তৃক প্রণীত)

কারণ, পবিত্র কুরআনে নবী-রসুলদের প্রতি মিথ্যারোপকারীদের এরূপ পরিণতি সম্পর্কেই সতর্কবাণী রয়েছে: "পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো সেই সকল ব্যক্তির পরিণাম, যারা নবী রসুলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে।।" (সুরা আনামঃ ১২)।

(খ) জম্মুর চেরাগদীনের চরম বিরুদ্ধাচরণ এবং ঐশী-শাস্তি

অবমাননা এবং শোচনীয় মৃত্যুর আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো জম্মুর চেরাগদীনের ঘটনা। এই ব্যক্তি প্রথম দিকে হযরত মীর্যা সাহেবের একজন অনুসারী হিসাবে নিজের পরিচয় দিত। কিন্তু পরবর্তীকালে নিজেই 'ইমাম মাহদী' হিসাবে দাবী পেশ করে। সে তার দাবী সম্পর্কে হযরত মীর্যা সাহেবের বিরুদ্ধে

পুস্তিকা প্রচার করতে লাগলো। হযরত মীর্যা সাহেবের বিরুদ্ধে ঐ মিথ্যা দাবীকারক দোয়া করতে লাগলো। তার সেই দোয়া প্রকাশ করতেও সে দ্বিধাবোধ করলো না, যে দোয়া ছিল নিম্নরূপ:

"হে খোদা এই ব্যক্তি (অর্থাৎ হযরত মীর্যা সাহেব) তোমার ধর্মের জন্য মহা অনিষ্টের কারণ। সে লোকদেরকে ভয় দেখাইতেছে এবং বলিতেছে যে, প্লেগ হইল তাহার সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ এবং ভূমিকম্প সমূহ সংঘটিত হইতেছে তাহাকে অস্বীকার করার কারণে। হে খোদা, তাহাকে মিথ্যাবাদিরূপে সাব্যস্ত কর। এই প্লেগ বন্ধ কর, যাহাতে মিথ্যার আবরণ হইতে সত্য উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে।"

উপরোক্ত প্রার্থনাটি প্রেসে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'লার কঠোর হস্ত দ্বারা সে অতি শীঘ্র ধৃত হলো। ঐ প্রার্থনাটি প্রেসে মুদ্রিত হচ্ছিল– কিন্তু তখনও ছাপা হয় নাই, আর সেই মুহূর্তে তাকে প্লেগে আক্রমণ করলো এবং তার পরিবারে প্লেগ ছড়িয়ে পড়লো। প্রথমতঃ তার দুটি পুত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হলো। তারপর তার স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে অন্য একজনের সঙ্গে বের হয়ে গেল। তারপর চেরাগদীন নিজেও প্লেগের শিকার হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করলো। সে যখন মরে যাচ্ছিল তখন সে বলেছিল: 'খোদা তুমিও আমাকে পরিত্যাগ করেছো।'

* হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর দাবীর সত্যতার অন্যতম নিদর্শন হিসেবে লিখেছেন: "জম্মু এলাকার চেরাগদীন নামে এক ব্যক্তি আমার শিষ্য হইয়াছিল। পরে সে মুরতাদ হইয়া গেল এবং রসুল হওয়ার দাবী করিল...। আমি তাহার সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলাম যে, আল্লাহর গযবের ব্যাধিতে অর্থাৎ প্লেগে ধ্বংস হইবে এবং খোদা তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিবেন। বস্তুতঃ সে ১৯০৬ সালের ৪ঠা এপ্রিলে দুই পুত্রসহ প্লেগে ধ্বংস হইয়া গেল।" (হাকীকাতুল ওহী, পৃ. ১৮৩ এবং পৃ. ৯৩)।

(গ) গোলাম দস্তগীর কাসুরীর মৃত্যুর ঘটনা

এই মৌলভী সাহেব– গোলাম দস্তগীর কাসুরী একজন হানাফী মতাবলম্বী পণ্ডিত এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মিথ্যাদাবীকারকের বিরুদ্ধে ঐশী শাস্তির জন্য প্রার্থনা করার কয়েক মাস পরে নিজেই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এই বিরুদ্ধবাদী সম্পর্কে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) লিখেছেন: মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসুরী নিজের পক্ষ হইতে আমার সহিত মোবাহালা করিয়া নিজের পুস্তকে দোয়া করিল যে, যে মিথ্যাবাদী, খোদা তাহাকে ধ্বংস করুন। এই দোয়ার কয়েকদিন পরে সে নিজেই ধ্বংস হইয়া গেল। যদি তাহারা বুঝিত, তবে বিরুদ্ধবাদী মৌলবীদের জন্য এইগুলি কত বড় নিদর্শন ছিল। (হাকিকাতুল ওহী, পৃ. ১৯০)

(ঘ) মৌলবী 'রসুল বাবা' এর বিরোধিতার পরিণাম: প্লেগে মৃত্যু–

হযরত মির্যা সাহেবের চরম বিরুদ্ধবাদীদের অন্যতম ছিলেন অমৃতসরের মৌলবী গোলাম রসুল ওরফে 'রসুল বাবা'। ইনি কাশ্মিরী বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং অমৃতসরের একটি স্থানীয় মসজিদের ইমাম ছিলেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর সশরীরে জীবিত থাকা সম্বন্ধে তিনি "হায়াতে মসীহ" নামে একখানা পুস্তিকা লিখে প্রচার করলেন যে, এই পুস্তিকার কোন 'জবাব নাই' এবং এজন্যে এক হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। হযরত মির্যা সাহেব তাঁর 'ইৎমামে হুজ্জত' নামক পুস্তিকার মাধ্যমে ঘোষণা করলেন যে, তিনি উক্ত পুস্তকের জবাব লিখবেন এবং উক্ত জবাব সম্পর্কে মীমাংসা করার জন্য অন্যতম বিরুদ্ধবাদী নেতা মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবীকেই মনোনীত করলেন। অবশ্য এই মনোনয়নের সঙ্গে শর্ত রাখলেন যে, মীমাংসাকারী বাটালবী সাহেবকে একটি প্রকাশ্য সভায় 'হলফ' করে বলতে হবে যে, তিনি উভয় পুস্তক আগাগোড়া পাঠ করেছেন এবং আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে বলবেন যে, মৌলবী রসুল বাবার পুস্তকের যথাযথ জবাব মির্যা সাহেব দিয়েছেন কিনা এবং যদি তিনি (বাটালবী সাহেব) মিথ্যা বলেন তবে এক বছরের মধ্যে কোন জঘন্য আযাবে প্রাণ ত্যাগ করবেন। এই ধরণের ঘোষণার প্রেক্ষিতে উক্ত মৌলবী রসুল বাবা নিশ্চুপ হয়ে গেলেন এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সাহস করলেন না। এই ঘটনার ফলশ্রুতিতে হযরত মির্যা সাহেবের দাবীর সত্যতা অনেক মুখলেস লোকের কাছে দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে যায় এবং বেশ কয়েকজন বয়'আত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অন্তর্ভূক্ত হন।

উল্লেখ্য যে, উক্ত ঘটনার কয়েক বছর পর যখন হযরত মির্যা সাহেব দেশব্যাপী প্লেগের আক্রমণ সম্বন্ধে ঐশী ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে ঘোষণা করলেন, তখন উক্ত মৌলবী রসুল বাবা অত্যন্ত অহংকারের সঙ্গে বললেন যে, তিনি (রসুল বাবা) এই প্লেগে নিরাপদ থাকবেন এবং এটা হবে তার সত্যতার প্রমাণ। তার এই ঘোষণা শহরে ভাল ভাবে প্রচার করা হলো। কিন্তু তার এই অহঙ্কার এবং দাম্ভিকতা, মিথ্যাবাদীতা এবং অন্ধ বিরুদ্ধাচারণ তাকে শীঘ্রই অনিবার্য ধ্বংসের দিকে ধাবিত করলো এবং তিনি প্লেগের আক্রমণে মৃত্যু মুখে পতিত হলেন (৮ই ডিসেম্বর ১৯০২ ইং)।

[চলবে]

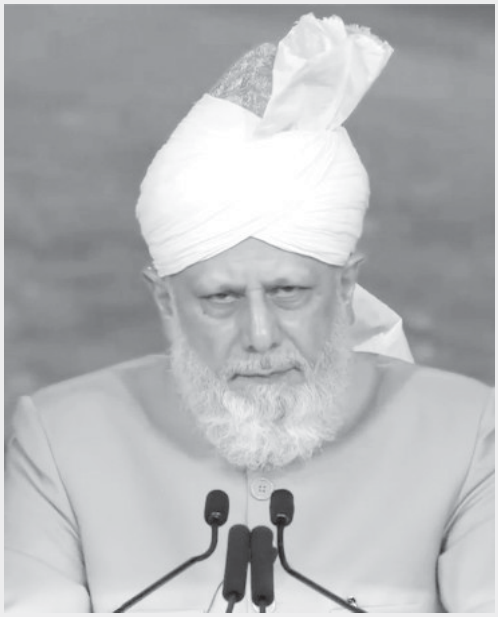

যুক্তরাজ্যের ৫২তম বার্ষিক জলসার উদ্বোধনী বক্তৃতায় নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) নিম্নোক্ত দোয়াগুলো শেখার ও পাঠ করার তাহরীক করেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- (সহীহ্ মুসলিম)

(উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ, আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।)

অর্থ: হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরের প্রতি সেভাবে রহমত বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের প্রতি রহমত বর্ষণ করেছিলে, নিশ্চয় তুমি মহা প্রশংসিত ও মহা মর্যাদাবান। হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরের প্রতি সেভাবে কল্যাণ অবতীর্ণ কর যেভাবে তুমি ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের প্রতি কল্যাণ অবতীর্ণ করেছিলে, নিশ্চয় তুমি মহা প্রশংসিত ও মহা মর্যাদাবান।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (সূরা আলে ইমরান : ৯)

(উচ্চারণ: রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাহ্, ইন্নাকা আন্‌তাল ওয়াহ্হাব।)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদের এক বিরাট রহমত দান কর, নিশ্চয় তুমি মহান দাতা।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (সূরা আলে ইমরান: ১৪৮)

(উচ্চারণ: রাব্বানাগফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফী আমরিনা ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরীন।)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের পাপসমূহ ও আমাদের কর্মে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা কর আর আমাদেরকে দৃঢ়তা দান কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (সূরা আল আ'রাফ : ২৪)

(উচ্চারণ: রাব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগ্‌ফিরলানা ওয়া তার্‌হাম্‌না লানা কুনান্না মিনাল্ খাসিরীন।)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের প্রাণের ওপর জুলুম করেছি তাই তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না কর আর আমাদের প্রতি দয়া না কর তাহলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (সূরা আল বাকারা: ২০২)

(উচ্চারণ: রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া কিনা আযাবান্নার।)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে ইহকালেও কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর আর আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর।

اللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল ও আবু দাউদ শরীফ)

(উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম।)

অর্থ: হে আল্লাহ্! তোমাকে (তাদের অন্তর্দাহ থেকে রক্ষা পাবার জন্য) তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِىْ وَانْصُرْنِىْ وَارْحَمْنِىْ (সহীহ্ বুখারী)

(উচ্চারণ: রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বী ফাহ্‌ফায্‌নী ওয়ান্‌সুরনী ওয়ার্ হামনী।)

অর্থ: হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তার বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

সংবাদ

সংকলন: **মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী**

তারুয়া বেবুধী হালকায় মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তারুয়া বেবুধী হালকায় গত ২৮ আগষ্ট মঙ্গলবার ২০১৮ তারিখ বাদ মাগরিব মজলিস আনসারুল্লাহ্ তারুয়ার উদ্যোগে এক সীরাতুন নবী (সা.) জলসার আয়োজন করা হয়। এক মনোমুগ্ধকর জান্নাতি পরিবেশে বিবুধী মসজিদে নবী (সা.)-এর জীবনের ওপর মনোজ্ঞ আলোচনা সভার আয়োজনের ফলে এলাকায় ব্যাপকভাবে সাড়া পড়ে। রাতের এই আয়োজন ছিল গ্রামীণ পরিবেশে। খোদ্দামুল আহমদীয়ার একটি টিম এ সীরাতুন নবী জলসায় অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠান শেষে রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে পায়ে হেঁটে আতফাল খোদ্দামের একটি দল নিঃশব্দে সেখান হতে তারুয়া ফিরে। লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যরা পর্দার আড়ালে থেকে অনুষ্ঠান উপভোগ করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট রিজিওনাল মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র নাযেম আলা মোশারফ হোসেন সাহেবের সভাপতিত্বে সভায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন যয়ীম আলা জনাব জহির আহমদ মিয়াজী, নযম পরিবেশন করেন স্থানীয় তবলীগ টীম প্রধান ফারুক আহমদ মাস্টার। বিষয় ভিত্তিক বক্তৃতা পর্বে 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা'– বিষয়ে বক্তৃতা করেন নায়েব রিজিওনাল নাযেম আলা, আমীর মাহমুদ ভুঁইয়া, 'মহানবী (সা.) ছিলেন আদর্শ মহামানব'– এই বিষয়ে জ্ঞানগর্ব বক্তৃতা করেন নায়েব রিজিওনাল নাযেম আলা, এস এম হাবিবউল্লাহ, 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ'– এই বিষয়ে প্রাণ-সঞ্চারী বক্তৃতা করেন মওলানা শামসুদ্দীন আহমদ মাসুম, মুরুব্বী সিলসিলাহ (জোনাল ইনচার্জ)। পরে সভাপতি সাহেবের সমাপনী ভাষণের মধ্য দিয়ে এ জলসা সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানে মেহমানদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল। উপস্থিত আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা মিলে ৭০ জন। এছাড়া জেরে তবলীগ ছিলেন ৫ জন।

জহির আহমদ মিয়াজি
যয়ীম আলা

বিষ্ণুপুর মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

বিজয়নগর উপজেলার বিষ্ণুপুর মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ১৭ আগষ্ট শুক্রবার ২০১৮ মসজিদ ফজলে বাদ জুমুআ যয়ীম, আমীর মাহমুদ ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে এবং প্রেসিডেন্ট সফিকুল আলম বাবুর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠানে মহানবী (সা.)-এর গৌরবোজ্জ্বল জীবনের ওপর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন জনাব মাওলানা কামরুজ্জামান ও সোহেল মুহাম্মদ ভূঁইয়া সাহেব। পরে সভাপতির ভাষণ এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। জলসায় সম্মানিত মেহমানদের মিষ্টিমুখ করানো হয়। সভায় নন-আহমদী মেহমানসহ আনসার, খোদ্দাম-আতফাল, লাজনা-নাসেরাত মিলে ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া

মজলিস আনসারুল্লাহ্ তাহেরাবাদের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদ্‌যাপন

মজলিস আনসারুল্লাহ্ তাহেরাবাদ এর উদ্যোগে গত ০৮/০৮/২০১৮ তারিখ বাদ আছর সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন রিজিওনাল নাযেম আলা জনাব মোহাম্মদ আব্দুল খালেক মোল্লা, পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। 'রসূল করীম (সা.)-এর সীরাত'– বিষয়ে নিম্নের ব্যক্তিবর্গ মূল্যবান বক্তব্য রাখেন: ১. জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম

(সইদ), ২. জনাব মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, ৩. জনাব মোহাম্মদ মজিবর রহমান, ৪. জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, ৫. জনাব মোহাম্মদ জিন্নাত আলী প্রামাণিক, ৬. জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান ও ৭. জনাব মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন। পরিশেষে সভাপতি সাহেব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল খালেক মোল্লা দোয়ার মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৪ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান
যয়ীম তাহেরাবাদ

তেরগাতী মসজিদ প্রাঙ্গণে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১১/০৮/২০১৮ তারিখ শনিবার রাত ৭.৩০ মিনিট হতে ১০.৩০ মিনিট পর্যন্ত তেরগাতী মসজিদ প্রাঙ্গণে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী, প্রেসিডেন্ট সাহেব। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সৈয়দ আতাউল হক সাহেব, উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব আফজাল আহমদ ইয়াছিন।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতার বিষয় ছিল, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর জীবনাদর্শ, ইবাদত, ধর্ম প্রচার ও যুদ্ধ ও সামাজিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি। এসব বিষয়ের ওপর স্থানীয় বক্তাগণ প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। জনাব ডাঃ মফিজ আহমদ, ওয়াহিদ আহমদ সুমন, সৈয়দ আতাউল হক, বাংলা নযম পরিবেশন করেন নাহিদ হাসান শুভ, জনাব সৈয়দ তোফায়েল আহমদ, জনাব নূরুল ইসলাম, মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন। এরপর উর্দু নযম পরিবেশন করেন মাসরূর আহমদ উৎস। উক্ত সভায় সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী, প্রেসিডেন্ট সাহেব। এতে উপস্থিতি ছিল মোট ৩৫ জন।

সৈয়দ তোফায়েল আহমদ
জেনারেল সেক্রেটারী

ঈদের ছুটিতে সরিষাবাড়ী জামাতের সাতপোয়ায় নও-মোবাইনদের সাথে মোলাকাত অনুষ্ঠান

মহান আল্লাহ তা'লার অশেষ ফজলে গত ২৪ আগস্ট, ২০১৮ শুক্রবার সরিষাবাড়ী জামা'তের সাতপোয়ায় মোহতরম তাসাদ্দুক হোসেন সাহেবের বাড়ীতে নও-মোবাইনদের সাথে মোলাকাত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। ঈদের ছুটিতে নও-মোবাইন (নতুন আহমদী) সদস্যদের তরবীয়তি প্রশিক্ষণের জন্য এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। জুমুআর নামাযের পর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ন্যাশনাল এডিশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত ও ওয়াকফে জাদীদ নও-মোবাইন আবু জাকির আহমদ সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি দোয়ার কবুলিয়ত, আর্থিক কুরবানী এবং নেযামের আনুগত্যের ফজিলত বর্ণনা করেন। খালেদ আব্দুল বারী সাহেব সফরসঙ্গী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা, মোহাম্মদ তাসাদ্দুক হোসেন সাহেব তার বক্তব্য পর্বে তিনি কিভাবে আহমদীয়া জামাতের সাথে পরিচিত হলেন এবং বয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে আহমদীয়া জামাতের আকর্ষণীয় দিকসমূহের বর্ণনা করেন। ৪৫জন নও-মোবাইন সদস্য ও সদস্যা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারী কয়েকজন নও-মোবাইন তাদের পরিচিতি তুলে ধরেন এবং আহমদীয়া জামাতে দাখিল হওয়ার মাধ্যমে তারা কিভাবে উপকৃত হয়েছেন তার বর্ণনা করেন। তারা নিজ পরিবারে আহমদীয়াতের পালনীয় কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠার সাথে নিজ গন্ডিতে আহমদীয়াতের সংবাদ পৌছানোর অঙ্গিকার করেন। আঞ্চলিক তবলীগ আহবায়ক মোয়াল্লেম আসাদুজ্জামান রাজীব সাহেবের সমন্বয়ে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। নও-মোবাইনগণকে আহমদীয়া মসজিদে নিয়মিত জুমুআর নামায আদায় এবং এমটি-এর মাধ্যমে যুগ খলিফার খুতবা সরাসরি শ্রবণের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়। হোসনাবাদ ও সরিষাবাড়ী জামাতের প্রেসিডেন্ট ও স্থানীয় কয়েকজন মেহমান সহ মোট ৮৭ জন অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সবাইকে আপ্যায়ণ করার ব্যবস্থা ছিল।

আবু জাকির আহমদ

মিরপুর এর সদস্যগণের উদ্দেশ্যে তবলীগী প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ তা'লার অশেষ ফজলে গত ১১আগষ্ট ২০১৮ শনিবার দারুত তবলীগ মসজিদ প্রাঙ্গণে একদিন ব্যাপী তবলীগী প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ এর উদ্দ্যোগে মিরপুর জামাতের তবলীগে আগ্রহী খোদ্দাম, আনসার ও নও-মোবাইন সদস্যগণের জন্য এই প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেক ইনচার্জ সাহেব এই তবলীগী প্রশিক্ষণ ক্লাস পরিচালনা করেন। বকশিবাজার মসজিদে বাদ জোহর হতে রাত ৯.৩০ মি. পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই ক্লাসে মিরপুর এর ৫৭ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। ক্লাসে মুসলমানের সংজ্ঞা, আহমদীয়া জামাতের ধর্ম বিশ্বাস, খাতামান নাবীঈন (সা.), হযরত ঈসা (আ.) এর জীবন-মৃত্যু, হযরত ইমাম মাহাদী (আ.) এর সত্যতা, বয়াতের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশদভাবে সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তিনি নিয়মিত ব্যাক্তিগত তবলীগের উপর গুরুত্বারোপ ও তবলীগের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তবলীগী ক্ষেত্রে একজন তবলীগকারীকে যে সকল বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত সে সম্পর্কে সকলকে সচেতন করেন এবং তবলীগ ও তরবীয়তী ক্ষেত্রে যুগ খলিফা (আই.) এর আকাংক্ষা পূরণের লক্ষ্যে ব্যাক্তিগত তরবীয়তী মান উন্নয়ন এবং তবলীগী ক্ষেত্রে আরও অধিক দায়ীত্বশীল হওয়া, দোয়া ও নিষ্ঠার সাথে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর প্রদান করেন। মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন সাহেবও প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। স্থানীয় কয়েকজন সদস্যও তবলীগী ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন ও এই কার্যক্রম চলমান রাখার অঙ্গীকার করেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল।

আবু জাকির আহমদ
যয়ীম আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ

আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২৪তম বার্ষিক জেলা ইজতেমা (২য় পর্ব) অনুষ্ঠিত

গত ২৩ ও ২৪ আগষ্ট ২০১৮ তারিখ ২৪তম বার্ষিক জেলা ইজতেমা (২য় পর্ব) স্থান: মসজিদ বায়তুল মাহদী আহমদীয়া মুসলিম জামাত, দুর্গারামপুরে খুব সুন্দরভাবে উদযাপিত হয়েছে। ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোশারফ হুসেন সাহেব, রিজিওনাল নাযেম আলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট রিজিওন। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন দেলোয়ার হোসেন, মোয়াল্লেম আ.মু.জা. দুর্গারামপুর। নযম পরিবেশন করেন মোহতরম বেলাল আহমদ যয়ীম মজলিস আনসারুল্লাহ্ দুর্গারামপুর। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি সাহেব। নসিহতমূলক বক্তব্য দেন মোহতরম ডাক্তার তৌফিক-ই-ইলাহী প্রেসিডেন্ট আ.মু.জা. দুর্গারামপুর। ইজতেমায় যোগদানের তাগিদ সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন জেলা নাযেম আলা সাহেব। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১২ জন।

কটিয়াদী জামাতের উদ্যোগে আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক জেলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২৭-২৮ জুলাই/২০১৮ রোজ শুক্র ও শনিবার বাদ জুমুআ অত্যন্ত জাকজমক সহকারে কটিয়াদী জামাতের উদ্যোগে আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। মোহতরম সদর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব হাসিব হাসান রতন সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন, জনাব শাখাওয়াত হোসেন। দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব এম, এ হান্নান সাহেব। দোয়ার পর বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব জানে আলম। ইজতেমায় উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন কেন্দ্র থেকে আগত সদর সাহেবের সম্মানিত প্রতিনিধি ও সভার সভাপতি জনাব হাসিব আহসান রতন সাহেব। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন জেলা নাযেম আলা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সাহেব। সাংগঠনিক আলোচনা করেন কেন্দ্র থেকে আগত রিজিওনাল নাযেম জনাব মিজানুর রহমান। আলোচনার পর পর বিকাল ৪-১৫ মিনিট প্রতিযোগিতা পর্ব শুরু হয়। এই পর্বে প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল বালিশ বদল, ইন আউট, ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ ইত্যাদি। সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত ছিল হুযূর (আই.)-এর খুতবা শ্রবণ। রাত ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত ছিল আনসার ভাইদেরকে নিয়ে তবলীগি আলোচনা পর্ব। ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে রাত্রের খাবার ও নিদ্রা যাপন। ভোর ৩টা বেদারী নামায তাহাজ্জুদ ও ফজর নামাযের পর ছিল পবিত্র কুরআন দরস, ব্যক্তিগতভাবে কুরআন পাঠ ও বিশ্রাম।

২৮/০৭/২০১৮ সকাল ৬টা থেকে প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল কুরআন শুদ্ধরূপে মুখস্থ ও নাজেরা পাঠ। বিচারক মন্ডলী ছিলেন জামিয়ার ছাত্র জনাব আফজাল আহমদ ইয়াসিন, মোয়াল্লেম ইসমত উল্লাহ মিয়াজি ও মোয়াল্লেম জনাব নঈম আহমদ সাহেব। দুপুরে গোসল, খাওয়া দাওয়া, ও যোহর আসর নামায জমা আদায়। সমাপনী অধিবেশন ও পুরস্কার বিতরণী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। কুরআন তেলাওয়াত প্রথম স্থান অধিকারী জনাব ক্বারী ফজলুল হক ও নযম পরিবেশন করেন প্রথম স্থান অধিকারী জনাব সাখাওয়াত হোসেন, (আঙ্গুর) সম্মানিত সভাপতির ভাষণের পর প্রতিযোগিদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন জেলা নাযেম মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, আহাদ পাঠ করান সম্মানিত সভাপতি আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী, সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। দোয়ার মাধ্যমে উক্ত জেলা ইজতেমার কাজ সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ থাকে যে কিশোরগঞ্জ জেলার ৬টি মজলিস থেকে ১০৪ জন আনসারের মধ্যে ৯৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেলা নাযেম আলা

সমাপনী অধিবেশন

সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোশারফ হুসেন, রিজিওনাল নাযেম আলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট রিজিওন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকারী মোহতরম ডা. তৌফিক-ই-

ইলাহী সাহেব ও নযম পাঠ করেন ১ম স্থান অধিকারী মোহতরম বেলাল আহমদ। নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন মোহতরম দেলোয়ার হোসেন, মোয়াল্লেম আ. মু. জা.দুর্গারামপুর। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন মোহতরম নুরুল হুদা আরজু যয়ীম আলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ইজতেমায় উপস্থিত হওয়ার সার্বিক কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম আলআমীন সাহেব জেলা নাযেম আলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা। সবশেষে সভাপতি সাহেব সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন। তৎপর পুরস্কার বিতরণ ও আহদ পাঠ করে দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সমাপনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন ১৫ জন। ইজতেমায় কুরআন তেলাওয়াত (নাজেরা ও মুখস্থ), বক্তৃতা প্রদান, কুইজ, লিখিত পরীক্ষা ও খেলাধুলা প্রতিযোগিতা ছিল।

জুয়েল আহমদ
চেয়ারম্যান, ২৪তম জেলা ইজতেমা বাস্তবায়ন কমিটি

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া হেলেঞ্চাকুড়ির উদ্যোগে কতিপয় কার্যক্রম সম্পন্ন: তরবিয়তী সেমিনারের আয়োজন

গত ১০/০৮/২০১৮ তারিখে বাদ জুমুআ হেলেঞ্চাকুড়ির সকল আতফাল সমন্বয়ে মোহতরম কায়েদ সাহেব এর সভাপতিত্বে একটি বিশেষ তরবিয়তী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহাম্মদ ওয়াকার ইসলাম। এরপর মতামত সাহেব সকল আতফালদের কাছ থেকে নামায, কুরআন তেলাওয়াত, হুযূর (আই.)-এর খুতবাসহ বিভিন্ন তরবিয়তী রিপোর্ট নেন এবং বিভিন্ন তরবিয়তী আলোচনা করেন। উক্ত সেমিনার দোয়ার মাধ্যমে শেষ হয় এবং ১৩ জন আতফাল উপস্থিত থেকে ১ ঘন্টার এই সেমিনারটি উপভোগ করেন।

ওয়াকারে আমল কার্যক্রম

গত ১৫/০৮/২০১৮ তারিখ মজলিস আতফালুল আহমদীয়া হেলেঞ্চাকুড়ির উদ্যোগে বিশেষ ওয়াকারে আমল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। উক্ত কার্যক্রমে ৫ জন আতফাল অংশগ্রহণ পূর্বক মসজিদ সংলগ্ন এলাকা ও মসজিদের নাম ফলক পরিস্কার করে। দোয়ার মাধ্যমে কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

পাঠচক্রের রিপোর্ট প্রেরণ

গত ১৫ই আগষ্ট ২০১৮ তারিখে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া হেলেঞ্চাকুড়ির বার্ষিক কর্মসূচী অনুযায়ী আতফালদের নিয়ে "আহমদী ও অ-আহমদীতে পার্থক্য" বইটি চক্রাকারে পাঠ করা হয়। স্থানীয় মুরব্বি সাহেব প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে বইটির মূল বিষয়বস্তু আতফালদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন। উক্ত পাঠচক্রে ১০ জন আতফাল উপস্থিত ছিল।

খেলাধুলার আয়োজন

সেহেতে জিসমানির পক্ষ থেকে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া হেলেঞ্চকুড়ির আতফালদেরকে নিয়ে আগষ্ট মাসের খেলাধুলার বিশেষ আয়োজন করা হয়। উক্ত দিনে (স্লো সাইকেল, ক্রিকেট, ফুটবল, স্টাম থ্রো) ইত্যাদি খেলাধুলার করা হয়। এতে ১০ জন আতফাল ২ জন মেহমান ও ২ জন খোদ্দাম অংশগ্রহণ করেন।

কুরবানির কাজে অংশগ্রহণ করা

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কুরবানী কাজে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া হেলেঞ্চকুড়ির আতফালগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাহায্য করেন। আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা সকলে যেন একত্রিত হয়ে জামাতের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারি এজন্য বিশেষভাবে দোয়ায় জারি রখবেন।

কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া

বি. দ্র.: পাক্ষিক আহমদী কর্তৃপক্ষ তাদের এই উদ্দীপনাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। সাথে দোয়াও করছে মহান আল্লাহ্ তাদেরকে আরো বেশী বেশী নেক কাজ করার তৌফিক দান করুন। পাক্ষিক আহমদী কর্তৃপক্ষ।

মরহুম আব্দুল আযীয সাদেক মুরুব্বী সাহেবের যিকরে খায়ের সভা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ফাজিলপুরের উদ্যোগে গত ১০/০৮/২০১৮ তারিখ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব নুর এলাহী জসিম সাহেবের সভাপতিত্বে মরহুম আব্দুল আযীয সাদেক মুরুব্বী সাহেবের যিকরে খায়ের অনুষ্ঠান হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ইজহার আহমদ সাহেব এবং নযম পরিবেশন করেন জনাব আতিক আহমদ। মরহুমের গৌরবময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মুহাম্মদ রেজোয়ানুল হক খাঁন সাহেব ও স্থানীয় জামাতের সক্রেটারী মাল জনাব সাইফুল ইসলাম সাহেব। এরপর সভাপতি সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে সভর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

জামালপুর জেলা মজলিসের উদ্যোগে ছোনটিয়া মজলিসে ওয়াকারে আমল

গত ১০-০৮-২০১৮ রোজ শুক্রবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া জামালপুরে জেলা মজলিসের উদ্যোগে ছোনটিয়া স্কুল সংলগ্ন একটি কাচা রাস্তায় বড় ধরণের ওয়াকারে আমল করা হয়। স্কুল সংলগ্ন রাস্তাটি যাতায়াতের জন্য অনুপযোগী ছিল। উক্ত রাস্তাটি মেরামতের জন্য জেলা কায়েদ জনাব, আশিকুল ইসলাম ও ছোনটিয়া জামাতের সদস্য জনাব মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেনের তত্ত্বাবধানে রাস্তা মেরামতের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। জামালপুর (নয়াপড়া), ছোনটিয়া, হোসনাবাদ সরিষাবাড়ী, বানিয়াজান মজলিসের খোদ্দামগণ রাস্তা মেরামত করে চলাচলের উপযোগী করে দেয়। উক্ত কার্যক্রমের জন্য এলাকাবাসীও গ্রামের চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান সাহেব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি এলকাবাসীর সম্মুখে বলেন, "আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কার্যক্রম আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে। এ জামাতের যুব সংগঠন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার মতো দেশের অন্যান্য সংগঠনও যদি এ ধরণের কাজ করত তাহলে দেশ আরও উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতো"। সবশেষে জামাতে আহমদীয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। উক্ত কর্মসূচীতে জনাব নেয়ামুল হাসান পিয়াস (মুরব্বী, নয়াপাড়া), জনাব সেলিম হোসেন (মোয়াল্লেম ছোনটিয়া), জনাব আসাদুজ্জামান রাজীব (মোয়াল্লেম, হোসনাবাদ) উপস্থিত ছিলেন।

জাকারিয়া আহমেদ, কায়েদ

বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম

গত ১০/০৮/২০১৮ তারিখ রোজ শুক্রবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, আশকোনার উদ্যোগে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। দোয়ার মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণের কাজ শুরু হয়। দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব এনামুল হক রনি সাহেব। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হালকা প্রেসিডেন্ট জনাব জাকির হোসেন সাহেব, মজলিসের কায়েদ জনাব মিরাজ উদ্দিন আহমদ (বাবু) এবং কিছু সংখ্যক খোদ্দাম ও আতফাল ভাই। মসজিদের আঙ্গিণায় ও প্রতিবেশী নন-আহমদীগণের বাড়ী বাড়ী বিভিন্ন রকমের প্রায় ২০টি ফলদ বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয়। বিশেষ এই কার্যক্রমটি অ-আহমদী ভাই-বোনদের কর্তৃক প্রশংসা লাভ করে। দোয়া শেষে কার্যক্রম শেষ হয়। আমরা সবার নিকট দোয়াপ্রার্থী।

মিরাজ উদ্দিন আহমদ (বাবু), কায়েদ

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার সম্মানীত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর শেষ হয়ে গিয়েছে। গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী রয়ে গিয়েছে। ইতমধ্যে নতুন অর্থ বছর শুরু হয়েছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। উল্লেখ্য, যাদের চাঁদা ৭৫০/- টাকার বেশি বকেয়া হয়ে গেছে তাদের আহমদী পত্রিকা প্রেরণ ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

খাকসার

সেক্রেটারী ইশায়াত, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রদত্ত ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের জুমুআর খুতবার বাংলা সংকলন
‘খুতবাতে মসরূর’-এর ত্রয়োদশ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

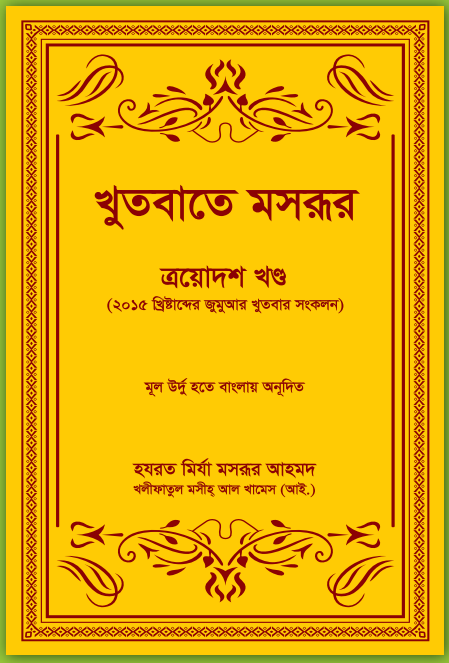

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, আল্লাহ তা'লার অশেষ অনুগ্রহে প্রথমবারের মত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সদয় অনুমোদনক্রমে তাঁর প্রদত্ত ২০১৫ সালের জুমুআর খুতবাগুলোর অনুবাদ একত্রে গ্রথিত করে ‘খুতবাতে মসরূর’ ত্রয়োদশ খণ্ড পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্!

বাংলাদেশ জামা'তের আবেদনের প্রেক্ষিতে হুযূর (আই.) এই পুস্তকটির বিনিময় মূল্য ২০০/- টাকা মাত্র ধার্য্য করে সদয় অনুমোদন দান করেছেন যা জ্ঞানপিপাসু পাঠক সমাজের জন্য সুলভ মূল্যে সংগ্রহ করার এক সুবর্ণ সুযোগ বয়ে এনেছে।

ধর্মীয় সাহিত্যের আঙ্গিকে হুযূর (আই.) প্রদত্ত খুতবাগুলো এক অমূল্য সম্পদ। অতএব, মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হুযূরের খুতবাগুলো পাঠে আমাদের সবিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত, যাতে আমরা এটিকে নিয়মিত পাঠ্যাভ্যাসে পরিণত করে এ থেকে লাভবান হতে পারি।

‘খুতবাতে মসরূর’ ত্রয়োদশ খণ্ড পুস্তকটি পাঠের সুফল আমাদের সমাজ-জীবনে দৃশ্যমান হোক আর খোদাপ্রেমী মানুষ দ্বারা সুন্দর হয়ে উঠুক এই ধরিত্রী, আল্লাহ্‌র সমীপে কায়মনোবাক্যে এ যাচনাই থাকবে।

বিনিময় মূল্য ২০০/- টাকা

আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন!
প্রাপ্তিস্থান: কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

মরহুম আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী ১৯৯৩ সালের ২৭ জুন **“কেমন করে আহমদী হলাম”** নামে একটি ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটিতে তার ও তার স্ত্রীর আহমদীয়াত গ্রহণের পটভূমি ও ঘটনা বিধৃত হয়েছে। ঘটনাগুলি একাধিক ঐশী নিদর্শনে পরিপূর্ণ। একদিকে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব অন্যদিকে আহমদীয়াত তথা হযরত ইমাম মাহদীর (আ.)-এর আগমন ও তাঁর সত্যতার প্রমাণ এসব নিদর্শনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

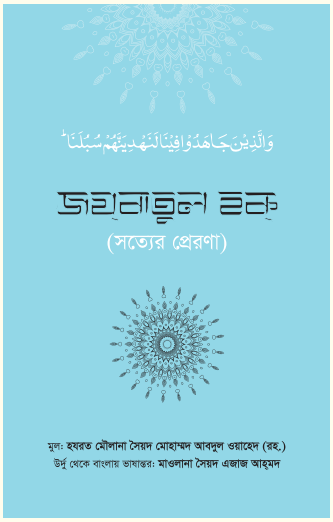

জয্‌বাতুল হক্ব (সত্যের প্রেরণা) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সাহেবের আধ্যাত্মিকতার পথে মহাসংগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে আত্মিক প্রশান্তির সাথে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তার নিজের লেখা বইটি (মূল উর্দু) ছাপাখানায় থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে এখন তার উত্তরসূরিগণ পুনরায় যথাযথ অনুমোদন নিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা করি যারা এই বইটি পড়বেন তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের প্রেরণা পাবেন। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল। বইটির শুভেচ্ছা মূল্য ২০/- টাকা মাত্র।

New Vol. No. 81 | 4th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

31st August, 2018 ❑ Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

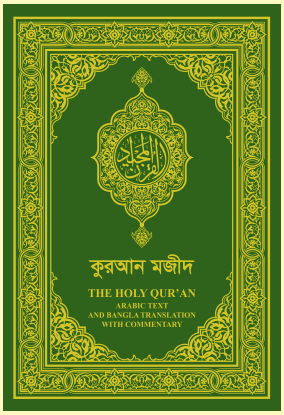

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সহজবোধ্য আরবি অক্ষরে নতুন করে **পবিত্র কুরআন মজীদ** মুদ্রিত হয়েছে। বাংলাদেশ ইশায়াত দপ্তরে এর পর্যাপ্ত সংখ্যক কপি সংরক্ষিত আছে। প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণকে **পবিত্র কুরআন মজীদ** সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। কুরআন শরীফের হাদীয়া নির্ধারণ করা হয়েছে– **৫০০/-** (পাঁচশত টাকা)।

নিবেদনান্তে–
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত

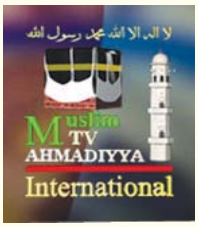

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

জানিয়া রাখা উচিত যে, কেবল মৌখিক বয়আতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়। অতএব, যে ব্যক্তি আমার শিক্ষানুযায়ী পূর্ণভাবে কাজ করে, সে আমার সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া যায় যাহার সম্বন্ধে খোদা তা'লার বাণীতে এই ওয়াদা রহিয়াছে যে, اِنِّیْ اُحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ অর্থাৎ 'তোমার গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে যাহারা বাস করে, আমি তাহাদের প্রত্যেককেই রক্ষা করিব। (কিশ্‌তিয়ে নূহ্, পৃ-১২)

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)